নসীব।

(গীতিনাট্য)

শ্রীচুণিলাল দেব প্রণীত।

(মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক
সুরলয়ে গঠিত।

কলিকাতা,

১২।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, নূতন কলিকাতা "ইলেকট্রিক মেসিন" প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১

মূল্য ।৵০ ছয় আনা
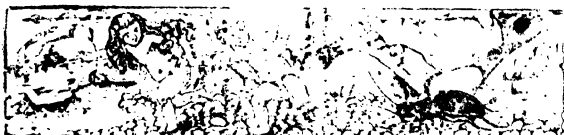
নসীব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাফিখানার সম্মুখ।

সাদ ও সাদী।

গীত।
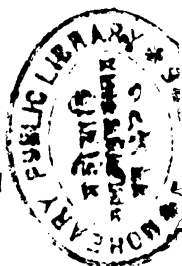
সাম্‌নে ধরা পিয়ালা ভরা পিও পিও সাব।
হুকুম দেনা আউর কেয়া লেনা হামলোক খাড়া জনাব
ধুঁয়া ছোটে ল্যায়া গরমাগরম,
মজেমে বৈঠ্‌কে দিল্‌ কিও নরম,
ঢাল কিঁকো ঝন্‌ ঝনা ঝম্‌,
পিও—পিও—পিও পুরাদম।
তক্‌লিফ্‌ ছুটে মেজাজ হো যায় সাফ।

সাদ। দোস্ত! এখন বাড়ান যাক্ পা, বেড়াতে এসে খানিক আমোদ হলো বড় মন্দ নয়।

সাদী। মন্দ হবার যো কি আবার? যখন বুকের পকেট্ কচ্ছে ঝম্ ঝম্, আমোদ হবার যো কি কম? আমাদের ভাবতে হয় কি হাঁ করে?—আমোদ কি আমাদের পাছু ছাড়ে, চড়কীর মতন বোঁ বোঁ করে ফেরে।

সাদ। দোস্ত তোমার এটা অতি ভুল।

সাদী। কি ভুল? দোস্ত টাকাই সমস্ত সুখের মূল, দুনিয়াটা টাকার; টাকায় মান, টাকায় কদর,—টাকায় হুসিয়ার।

সাদ। আছ টাকার নেশার জোরে, তাইতে কথাটা বল্‌ছো অত জোরে।

সাদী। তুমি অতি মূর্খ, তোমার যত বেফায়দা তর্ক, টাকা ছাড়া কখন্ কিছু হয়?

সাদ। তবে নয় তো নয়।

সাদী। তুমি তো প্রথম আস তেগে, শেষ চ্যাংড়ার মত মর কেবল রেগে। কারণটা কি একবার শুন্‌তে পাই?

সাদ। শুন্‌বে? এই নসীব—এই নসীব—নসীব, এ ছাড়া আর কিছু নেই।

সাদী। ও কথা সব বাজে, আমি দেখ্‌তে চাই কাজে। আমার বিশ্বাস কি জান?—দরিদ্রতাজন্য গরীবলোক গতর খাটিয়ে, ব্যবসার উন্নতি কর্‌তে পারে না, যদি তাদের একবার অভাব থেকে রক্ষা কর্‌তে পারা যায়, তা হলে নিশ্চয় সে উন্নতি করে ধনী হতে পারে।

সাদ। হাঁ, পারে, যদি একবার অদৃষ্টে তাদের ধরে।

সাদী। এস, এই সহরের অতি গরীব একজনকে খুঁজে দেখি,

আমি তাকে কিছু টাকা দেব, দেখি সে ব্যবসায় উন্নতি কর্ত্তে পারে কি না। যদি না পারে—তোমায় চিরকালটা মান্‌বো, আর নসীব ছাড়া পথ নেই ঠিক এইটী জান্‌বো।

সাদ। গরীব আর খুঁজতে হবে না। ঐ হোসেন দড়িওয়ালা আস্‌ছে, এ সহরে ওর মত গরীব আর কেউ নেই, ওরা তিন পুরুষে দড়ি পাকিয়ে আস্‌ছে, ভাঙ্গা চালায় আজও সব যায়গায় খড় পড়্‌লো না। যা দেবে, ওকে দাও;—দেখি ও ব্যবসাতে কত উন্নতি কর্ত্তে পারে ও সুখী হতে পারে।

(হোসেন দড়িওয়ালার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

তস্‌দিয়া মেরা কেয়া কসুর কাহে করতেথি আখজ।
তেরি কদরং সে তকলিফ্‌ মে গিরকে ম্যয় হুয়া হায় আজজ্‌॥
রোজি কামানে হোতা হায়রাণ,
নাহি দেখ্‌তো মুঝে সব পাখল কি জান,
থোড়া আজুর তু মালুম করনা মুঝে বঁচানা।
ম্যয় করতো হুঁ আরজ্‌॥

সাদ। কি হে হোসেন মিয়া, কোথায় চলেছ?

হোসেন। সেলাম হুজুর সেলাম, আর কোথায় যাব; রোজি কামিয়ে বাজার থেকে শোন্ কিনে ঘরে চলেছি।

সাদ। কেন, তোমার ছেলেটা তো বেশ যোগ্য, সে কোথায়?

হোসেন। সে দুঃখের কথা কেন বলেন মশাই। পাঠশালে পড়ে বেটা আমার "লয়লা মজনু" হয়ে পড়েছে, কাজকর্ম্ম ছেড়ে ওই জহরীর মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিচ্ছে।

সাদী। এ সব গরীবের ঘরে কি চলে?

হোসেন। মশাই, আমি হার মেনেছি বোলে। একটু খানা

দিতে দেরি হলে, তখি কত? বুড়োর ওপর দে করে নে, পারিস্ যত।

সাদী। অমন ছেলেকে দূর করে দাও।

হোসেন। তাতে আর কি কচ্চি? যখন আমার ওপর তার, জীবন তোর নয় শুধলেই যায়। ভাবি, আমি মলে কি হবে? খোদার জীব, সে তার খোদাই নেবে।

সাদী। আচ্ছা, হোসেন মিয়া, কত টাকা পেলে, তোমার ব্যবসা বেশ ক্যালাও চলে? আর তোমার দুঃখ ঘোচে।

হোসেন। সাহেব! বুঝি কিছু দিলে, নইলে কি হবে মিছে বোলে।

সাদী। আমি তোমায় দেবো দুশো মোহর।

হোসেন। এ হুকুম কাজে, কি বাজে? কথাগুলি শুনতে বেশ জবর।

সাদী। এই নাও থলে ভরা মোহর (দিতে উদ্যত)।

হোসেন। এঁ্যা—এঁ্যা, সত্যি, না আমার মন বুঝ্‌ছেন?

সাদী। তুমি বুড় মানুষ, তোমার সঙ্গে কি মস্করা কর্ত্তে পারি? মিয়া, এই নাও ধর।

হোসেন। (প্রস্থান করিতে করিতে) লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু; এ বুড় বয়সে আর অপঘাত মৃত্যুতে কাজ নেই।

সাদ। মিয়া চল্লে যে, মোহর নেবে না?

হোসেন। আপনাদের খাওয়া-কিছু মালুম কর্ত্তে পার্‌ছি নি। পেটে খেকে পড়ে, "ছেলে ধরার" নাম শুনে আস্‌ছি, আপনকারা কি—বাবা "বুড়া ধরা" এসেছ? এ মড়াকে মেরে কেন খুনের দায় পোয়াবে?

সাদী। বুড়া ধরা, খুন—এসব কি বল্‌ছ মিয়া? তোমার দুঃখ কষ্ট শুনে কিছু সাহায্য কচ্চি, তুমি নাও।

হোসেন। আমার কষ্ট দুঃখ দেখে কারুর কিছু হয় নি, শুনে, তুমি গলেছ? কেন আর আমায় গালিয়ে ফেল্‌বার যোগাড়ে ফির্‌ছ।

সাদ। হোসেন মিয়া, কেন অবিশ্বাস কর্‌ছ?

হোসেন। কি করে বিশ্বাস করি? আমার মামা খুড়ো পিসে মেসো, গুণ্‌তে প্রায় দুশো। কারুর কারুর বেশ ভাল সময়, কৈ কেউ ও একটীবার আমার পানে ফিরেও না চায়, অদৃষ্ট মন্দ, তাই নেমন্তন্ন পর্য্যন্ত বন্দ। তুমি কি ফাঁসাবে, এঁচেছ না? ওঃ, তাই হাতে মোহর গুঁজচো।

সাদী। এতো বিশ্বাস না হবার কথা। খোদার দিব্য, মিয়া, তোমার ভয় নেই, তুমি নাও।

হোসেন। যাও হে যাও। তোমার দিব্বি আমি শুনি না, ও দম্‌বাজের দম, তা কি আমি জানি না।

সাদী। নেবে না তো—দেবো জোর করে।

হোসেন। ওঃ ভারি যে দরদ! এই আমি রইলেম মুটো ধরে। (স্বগতঃ) যখন এতটা কর্চ্চে, নিই না কেন, কি জোর বরাত!—না, গরীবের এত আশা, এত লোভ ভাল নয়; না নেওয়া যাক্, বড় লোক, দুঃখ শুনে খয়রাৎ কচ্চে। এমন দানী দেখি আর না দেখি, ঢের গল্প শুনেছি তো।

সাদ। হোসেন মিয়া, ভাবছ কেন? নাও না?

হোসেন। সাহেব তোমার কি? বাহুবিক্তে জান, আমার মাথাটা যে গুলিয়ে দিলে (স্বগতঃ) এখন নেব, কি যাব?—বাপো কি নেব? এই দেখ, দুটো মনে ঝগড়া কচ্চে। (প্রকাশ্যে) সাহেব, দোহাই তোমাদের, এ গরীবকে পাগল করে তোমাদের আর কি হবে? বাচ্চা বাচ্চা সব পথে বসবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুষ্পবাটীকা।

দরিয়া ও সখিগণ।

দরিয়া ও সহযোগণের গীত

ঘরে চায় না যেতে প্রাণ
চায় সারানিশি অঘোর হয়ে শুনতে পাখীর গান ॥
চাঁদের কিরণ মেখে গায়, ঘাসের শেযে ঢাল্‌ব কায়,
পরিমল লুটবে মলয় বায়,
দেখবো শুয়ে চকোর গিয়ে কর্‌বে সুধাপান।
কুমদিনীর মুখে হাসি কমলিনীর অভিমান ॥

আমিনা। দরিয়া, সাহারিয়া এখনও কেন আস্‌চে না। একদিন তো আমাদের ছাড়া থাকে না। আজ যেন সব খেলা ধূলা ফাঁকা ঠেক্‌ছে। সে আমাদের কত যত্ন করে।

দরিয়া। কিলো, মনে ধরেছে না কি?

আমিনা। আমার মনে ধরে তোর দশা কি হবে! কি বল্‌বো, আমি চুলোচুলি কত্তে একদম্ রাজী নই। দেখ্‌তুম তোর বুকে দমা ধরে কি না।

দরিয়া। ওমা, ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি, কোথা যাব গো, তুই খুব ঠাওরিয়েছিস্ যা হোক, তোর নাকের ঝুম্‌কো গড়িয়ে দোব।

আমিনা। আর ঢাকিস্ নি লো—ঢাকিস্ নি। যে ভালবাসে সে বুঝি ভালবাসি ভালবাসি বলে জাহির করে বেড়ায়।

দরিয়া। তুই আক্কেলের মাথা একবারে খেয়েছিস্ দেখ্‌ছি! ঘেন্নায় মরি, ভালবাসবো কিরে! আমীরের মেয়ের সঙ্গে হীন

গরীবের কখন ভালবাসা জন্মাতে পারে? তুই যে কোরাণ উল্টাতে চাস্!

গীত।

জানি না রূপে মজা ভালবাসা।
করি না গুণের আদর, রূপের কদর,
সেটা খালি চখের নেশা।
যশের আশা সুখে ভাসা সবার কাছে মান, সে সব টাকায় করে দান,
ঘরে পরে নইলে করে সদাই অপমান,
রাখ ওসব কথা মাথায় তুলে, যেন ভাষা ভাষা।
ধনীর পায়ে প্রাণ বিকাব বুকে পোষা চির আশা॥

জেমিনা। দরিয়া, তুমি যখন ভালই বাস না, তখন ওকে আস্‌তে বারণ কত্তে পার। সে পাঠশালের ভাব, সে কি সহজে ভোলা যায়?

দরিয়া। সে ছেলেবেলার ভাব, ছেলে খেলার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আমাকে ভালবাসে, আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারে, তাই দয়া করি, আর একটা পুরুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে বেশ একটু আমোদ হয়; তাই, নইলে আস্‌তে বারণ কত্তেম। তেমন মেয়েই আমি নই।

জেমিনা। তোমার কি রীত! যে তোমাকে ভালবাসে তাকে ভালবাসবে না? দেখ্‌তে শুন্‌তে খারাপ হোত, তা হলে একটা কথা বটে; দেখতেও অতি সুন্দর।

দরিয়া। ওলো তোর চোখ খারাপ হয়ে গেছে, হকিমাকে দেখাস্। চোখের ব্যামো ছোঁয়াচে রোগ, আর কারুর হবে।

জেমিনা। হয় তো তোর চোখেই আগে ধরবে, তুই ভয়ে সরে থাক। আমি বলি সাহারিয়া অতি সুন্দর।

দরিয়া। মরেছিস্ বলে কি একেবারে দাঁত ছিরকুটে মরেছিস্! কি আবল তাবল বকছিস্? গরীব কখন সুন্দর হয়? গরীব অতি সুন্দর হলেও কদাকার কুশ্রী, বিশ্রী, বদ্‌খত।

আমিনা। আমি আর চুপ কর্ত্তে পাম্মুম না। যাই বল দরিয়া, সাহারিয়ার চোখ দুটী বেশ হাস্‌ছে।

দরিয়া। ওলো তোরা আমায় দেশছাড়া কল্লি দেখ্‌ছি। গরীবের চোখ হাস্‌বে কি লো, ভাস্‌বে। যুগযুগান্তর যেমন কেঁদে কেঁদে তাদের চোখ দুটী ভাসে, আজও তেমনি ভাস্‌বে।

আমিনা। তুমি যাই বল দরিয়া, তবু আমরা বল্‌বো, তার চোখ দুটী হাস্‌ছে।

দরিয়া। গরীবের কখন কিছু হাসে? আমীরদের সব সদাই হাসে। এই দেখ, আমার নাক হাস্‌ছে, মুখ হাস্‌ছে, চোখ হাস্‌ছে, চোখের পাতা হাস্‌ছে, হাত, পা, সব হাস্‌ছে; শুধু হাস্‌ছে?—লাবণ্যের হিল্লোলে কল্লোলে দুলে দুলে নেচে নেচে বেড়াচ্চে। ঘেন্নায় মরি, তোরা একেবারে গোল্লায় গেছিস্!

আমিনা। আহা! দেখ, সাহারিয়া আস্‌ছে।

সখীগণের গীত।

সে যে সজল নয়নে এসে করুণা মাগে।
তারি কাতর বদনখানি পরাণে জাগে॥
সে কিছু বলে না যেন বলিতে আসে,
উদাসে নীরবে নয়নে ভাসে,
চাপে মরম বেদনা তার মরম-বাসে,
সে যে ভালবাসে আসে সে অনুরাগে।
ডেকে কাছে মুছাই ব্যথা আদর সোহাগে॥

(সাহারিয়ার প্রবেশ)

সাহারিয়া। দরিয়া, কোন বিশেষ কারণে আমার আসতে দেরী হয়েছে। পাছে তোমাদের দেখ্‌তে না পাই বোলে ছুটে ছুটে আস্‌ছি। দিনান্তে একবারও না দেখ্‌লে থাকতে পারি না।

দরিয়া। পার না বেশ, আর একটু হলেই আমরা ঘরে যেতুম।

সাহারিয়া। তা হলে আজ আমি সমস্ত রাত্তির ঘুমুতে পারতুম না, আবার কখন তোমায় দেখ্‌বো বোলে জেগে জেগে রাত কেটে যেত।

দরিয়া। আমাদের ঘরে যাবার সময় হোল, যাই।

সাহারিয়া। যাবে এস। দেখ দরিয়া, তোমার জন্তে একটা ফল এনেছি, তুমি নাও।

দরিয়া। (দেখিয়া) এ ফল তুমি কোথা পেলে, চুরি করে আননি ত?

সাহারিয়া। দরিয়া, গরীব হলে কি চুরি করে! গরীব ছাড়া কি আর চোর হয় না? চুরি করবো কেন, আমার একটা দোস্ত, কাইরো থেকে এনে আমায় ভেট দিয়েছে।

দরিয়া। আমি নোব না। তোমরা এ সব খেতে পাও না, তুমি খাওগে।

সাহারিয়া। দরিয়া, তুমি খেলে আমার নিজের খাওয়ার অধিক সুখ হবে, তাই তোমাকে দিচ্ছি।

দরিয়া। আমীনা, রাখতো।

আমিনা। আর ভাই আমাদের কৈ? এক চিকে খোসাও তো দিলে না।

সাহারিয়া। তোমরা, দরিয়া একপ্রাণ; সে তোমাদের না দিয়ে কি খাবে? আচ্ছা, এই বাগান থেকে ফল পেড়ে তোমাদের খাওয়াচ্ছি।

দরিয়া। ফল দেবার বাড়া হবে। এক কাজ কর, ঐ কাঁটালি চাঁপার ঝোঁপ থেকে খুব বড় ফুলটা পেড়ে আন, তা হলে সব গোল মিটে যাবে।

সাহারিয়া। তার আর কি, এখনি এনে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

আমিনা। হ্যাঁলো, তোর একটু দরদ নেই। ওখানে একটা মৌচাক হয়েছে, গেলে রক্ষে আছে? আমি বারণ করি, ও সাহারিয়া—সাহা—সাহা—

দরিয়া। (মুখ চাপিয়া) ওলো পোড়ারমুখী, মাথা খাবি, যদি এমন কর্‌বি। তুই কি চাস্ অমন ফুলের খসবু আমরা নোব না, গাছে শুকিয়ে ঝরে যাবে। অত দরদ কত্তে গেলে আমাদের চলে কৈ। দরদ কি বল্‌ছিলি?—ও এত দরদ দেখায় বলে, এখানে আস্‌তে দি।

সাহারিয়া। (নেপথ্যে) ওরে বাবা রে, গেছি রে, মলুম রে।

আমিনা। কেমন, যা বল্‌ছিলেম মিল্‌লো তো? চ সব দেখিগে।

(সাহারিয়ার প্রবেশ)

সাহারিয়া। দরিয়া, জলে গেলুম, উহ-হু-হু দরিয়া—গেলুম,—দরিয়া জলে গেলুম।

আমিনা। অমন কল্লে কি হবে, একটু ঠাণ্ডা হও, দেখি যদি কোন ওষুধ পাই।

দরিয়া। ওলো ফুলটা আগে নে, যার জন্যে এত, সেটা আগে নে লো।

আমিনা। মানুষটা মরে, তোর একটু আক্কেল নেই।

সাহারিয়া। দরিয়া, এই তোমার ফুল নাও, উহ—হু—হু জলে গেলুম,—জলে গেলুম।

দরিয়া। আমিনা, এই দেখ, আরাম করে দি। সাহারিয়া তুমি আমায় ভালবাস ?

সাহারিয়া। হাঁ্যা, উহ—হু—হু জলে গেলুম।

দরিয়া। যদি আমায় ভালবাস, উঃ আঃ কিছু কত্তে পাবে না, মুখ বুজিয়ে ব্যথা খাও।

আমিনা। কি ন্যাকরা কচ্ছিস্ !

সাহারিয়া। দরিয়া, আর পারিনে যে—উহ-হু-হু (সর্ব্বাঙ্গ টিপন) উহ-হু-হু, কি কর্ব্বো চাপ্‌তে পারলুম না, রাগ কর না।

দরিয়া। দেখ্‌ছ, তুমি আমায় ভালবাস না।

সাহারিয়া। খুব ভালবাসি। আচ্ছা, এইবার মরে গেলেও উহ কর্ব্বো না।

আমিনা। দরিয়া তোর রঙ্গ রাখ্।

দরিয়া। (চোখ টিপিয়া) দেখ না, মজা দেখ না।

সাহারিয়া। আর পারি না যে—উহ—হু—

দরিয়া। আবার !

সাহারিয়া। আর ভালবাসা দেখাতে পাচ্ছিনি যে, প্রাণ যায় যায় হয়েছে, উহ-হু-হু ওরে বাবা রে মা রে উহ-হু— [পলায়ন

গীত।

এ জ্বালা সহে শুক, দেখ, সহায় কত বল।
নিরাশায় বুক ভেঙ্গে তোমায় করেছে বিকল ॥
(এখন) বহিছে নয়নে ধারা,
আবার চোখে মুখে খেলবে হাসি ফুট্‌বে কোথায়,
এ তো প্রণয়ের ধারা—
হতাদরে ও করে যাবে চাসবে সবাই আশা-জল।
বাসনার কোমল কলির ফুট্‌বে মুখে শতদল

তৃতীয় দৃশ্য।

বাজার।

কসাইগণ।

গীত।

চক্ মক্ চক্ মক্ চাকু চক্ চক্ চাকু সাণাও।
চাম ছোড়ায়কে হাড্ডি তোড়্কে
কট্ কটা কট্ কট্ কিম্মা বানাও॥
জবাই কর ভেইয়া দুম্বা হালোয়ান,
ইহি ধরা হয় কিসম্‌কা হাওয়ান,
খরিদকারকো ইয়ে কুচ না রাখে আরমান,
কেয়া ছুট্তা লোহ সান্ সান্ সান্,
বক্‌রীকো টেংরী সাম্‌না রশিসে লটকাও।
সাফা হো যাও, ঝট্‌পট ভড়্ ভড়া ভড়্ কাম বাজাও॥

১ম কসাই। আর ব্যবসা চলে না দাদা! এত খাটুনির মজুরীই পোষায় না। ভাব্‌ছি ছেড়ে দিই; জাত্‌ব্যবসা বলেই পাচ্ছি না।

২য় কসাই। তুমি কি ভেবে, পেরজায় পোষাবে। খাজনা দিন দিন যা বাড়ছে, ব্যবসা করে আর তা দিতে হবে না; শেষে দেখ দাদা, জল-হাওয়ার থেকে হুটুকপাড়িকে খাজনা আধ দিতে হবে

৩য় কসাই। ও খাজনার জন্যে কি ভাবি, আগের চেয়ে যে আজ কাল লাভ বেশী, তাও লাভের গুড় পিঁপড়ের খাচ্চে দাদা! যা বাদসার লোকজন, ঘুস খাইয়ে খাইয়ে তো পেট ভরাতে পারেন না।

৪র্থ কসাই। এক কাজ কর না, সব জোট বেঁধে ধর্ম্মঘট করা যাক, দেখি, গোস খেয়ে খেয়ে সমুদ্দি সরকারী লোকেদের কত ভুঁড়ি বাড়ে।

১ম কসাই। ওরে এ সে মুলুক নয়, যে একটা মতলব চল্‌বে। বাদশার কাছে ধরে নিয়ে গিয়ে কানকাটা করে ছাড়্‌লে, মাথার সঙ্গে সমস্তটা জন্মের মত খতম হবে।

২য় কসাই। ওসব কথা ছেড়ে দাও। এই যে সকাল থেকে এত দুম্বা, বখরী হালয়ান মারা গেল। খদ্দের কোথায়? এখন পর্য্যন্ত বউনি হোল না।

১ম কসাই। খদ্দের আর কোথায় পাবে। এখন সব বেটা কষাই হয়েছে। বাড়ীতে যে যার জবাই আরম্ভ করে, আমাদের লাভটুকু মেরে দিচ্চে।

২য় কসাই। দেখ একটা বুড্ডা, গোস্ কিনতে আসছে না? একে আমার জ্ঞানে তো কখন এক টুকুরো গোস কিন্‌তে দেখি নি।

(হোসেন লকড়িওয়ালার প্রবেশ)

হোসেন। কত দিন যে গোস খাই নি, তা আর বলতে পারি নি, গোসের সাধ ভুলে গেছি বল্লেই হয়। সের সাতেক নেয়া যাক, খুব জবরজ হবে, বাচ্চা বাচ্চাগুলো দুদিন ধরে কণ্ঠা পূরে খাবে। মোহরগুলো তো আমার পাগড়ীর ভেতর আছে। বুকের জিনিস কাছ ছাড়া কি করি?

১ম কসাই। আইয়ে মিয়া সাব আইয়ে, সেলাম বড়েমিয়া সেলাম।

২য় কসাই। মিয়া সাহেব এদিকে এস, এদিকে এস, ও শালার পচা গোস।

কসাই। চুপ করে ব'স, চুপ করে বস্, শালা ডাকু, পচা গোস বিক্রী করে তিনবার জরিবানা দিয়েছিস্।

৩য় কসাই। মিয়া সাহেব ও শালাই চোর, ও গোস আর খেতে হবে না, হাতে নিলেই ভেদ-বমীতে টাঁসবে।

হোসেন। বাপধন, তোমরা যে আমায় কেচাকেউ করে ধরেছ, তোমরাই যে ইস্তক কিস্তি কাবার করে, নিজে নিজে সোয়াল জবাব কচ্চো; ধন, আমায় একটু বুঝতে দাও না, কার কাছে নেব? (একজনের প্রতি) হাঁ হে মিয়া, কেটে দেবে, কত নেবে।

১ম কসাই। টাকা টাকা সের।

হোসেন। এ যে দর পড়লো ঢের।

১ম কসাই। বড়ে মিয়া, এখানকার সব এক ডাক।

হোসেন। তবে দেখছি গোস খাওয়া হোল না, আর কায নেইক থাক, বাড়ী যাওয়া যাক।

২য় কসাই। মিয়া তুমি কত দিতে পার?

হোসেন। জোর অষ্টগণ্ডা, ইচ্ছে হয় ওজন সুরু কর।

২য় কসাই। গোস খাওয়া তোমার কর্ম নয়, বাড়ী যাও, বাড়ী যাও; একটা কুত্তা কেটে রেঁধে খাও।

হোসেন। বেটাদের ব্যবসাকে বলিহারী, খদ্দের চটিয়ে ব্যবসা, এ ব্যবসাও চলে?

২য় কসাই। ও মিয়া, কেন বাজে চোটে, কিছু ফায়দা হবে না এই বাজার ঘেঁটে, পার যদি আনার দিতে?

হোসেন। পারি দশ আনা দিতে।

২য় কসাই। এস মিয়া, এস।

[হোসেনের মাংস লইয়া কিয়দ্দূর গমন।

১ম কসাই। আরে রে রে, চিলে ছোঁ দিলে, আ হা, নিলে নিলে!

[চিলের পাগড়ী লইয়া পলায়ন।

হোসেন। আমার শাল্লেরে শালে। যা শালার চিল উড়ে গেলি, এঁ্যা হোল কি! এ যে পাগড়ী নিয়ে গেলো! এর চেয়ে যে আমার জান গেলে ভাল ছিল, ওরে আমার বুকটা যে ধড়াস্ ধড়াস্ কচ্চে, সাম্‌লাব কেমন করে। শালার দত্যি যদি চিল সেজে আমার কপাল ভাঙ্গতে এসেছিলি, যদি আমার পাগড়ীটাই নিয়ে গেলি, তবে আর গোসটুকু কেন মেহেরবাণী করে রেখে গেলি, যা যা এটাও নিয়ে যা—চিল—ওরে বাবা—বুক যে গেল—বাবা।

৩য় কসাই। মিয়া, একটা পাগড়ীর জন্যে এত কান্না।

হোসেন। কি করবো? এই দেখ! অপয়া গোস দূর হ, তোকে বাঁচাতে গিয়েই আমার এই দুর্দ্দশা, দূর-হ-(নিক্ষেপ)।

১ম কসাই। আচ্ছা মিয়া, গোসগুলো তোমার কি কসুর করেছে?

হোসেন। আবার বলছ—কি কসুর করেছে, তোমাদের বুঝি চক্ষু নেই, তাই ওই কথা বলছ, দেখ্‌লে না গোস বাঁচাতে গিয়ে আমার পাগড়ী গেল, বুঝ্‌তে পেরেছি বাবা, তোমাদেরও চিলের সঙ্গে সড় আছে।

৩য় কসাই। সড় কি মিয়া?

হোসেন। তাজ্জব কর্‌লে বাবা, আবার বলছ সড় কি মিয়া? দেখ এই খানে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, যে আসবে গোস নিতে, তাকে বলবো ডেকে, তোমরা সব একটা দত্যির চর, লোক

তোলাতে গোসের দোকান করেছ, আর চিলের ঝাঁক পুষেছ, যার ঠেঞে যা দেখবে, চিলকে দিয়ে উধাও করাবে।

২য় কসাই। মিয়া ক্ষেপলে না কি, আবোল তাবোল বক্‌ছ কেন?

৩য় কসাই। লোকটা ক্ষেপল না কি?

হোসেন। ক্ষেপে থাকি তো ক্ষেপেছি, তোদের বাবার কি? আয় আয়—চিল আয়,—চিল—চিল—চিল—চিল। শালা চিল এখন দেখ্‌তে পাচ্চ না যে—

[প্রস্থান।

২য় কসাই। লোকটা খুব পাগলা হয়ে উঠ্‌লো।

১ম কসাই। তা বলতে, চ আমরা নিজের কাজ করি গে চ।

গীত।

পু। প্যায়ারে কবিলা মেরা মেঙ্গেছে পেশোয়াজ।
স্ত্রী। টিকলি এঁটে মেতি পায়ে সাজবো বেগম সাজ॥
স্ত্রী। পেটে পেড়ে মাথায় দেবো ফুল,
বেড়াবো ঘাড়টী নেড়ে ঢুলবে জোড়া দুল,
পু। দেখে প্রাণ হবে যে মস্‌গুল,
কাছে ঘেঁসে মিঠে হেসে কর্‌বো গো তোয়াজ,
স্ত্রী। মনের মত না হলে যে গরমাবে মেজাজ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

হোসেনের প্রাঙ্গণ।

(বেগুমার প্রবেশ)

গীত।

মা গো মা, পেচ পেচানে স্যাঁত সেঁতে।
ছি ছি মেজেটা কি চট্ চটে॥
থু থু থু গন্ধে পেটের গোস উঠে।
প্যাঁজ রসুনের খোসার বাঁড়,
মছলির আঁস ছড়াছাড়,
মাগো কি কেলে হাঁড় গো,
কেলে ন্যাতা হেতা সেথা,
তেলচিটে ছেঁড়া কাঁথা,
চিটে ধরা বালিসগুলো,
আরাম পা কে শুয়ে যেন,
ময়লা হেথা একচেটে।
বেজ বেজিয়ে পোঁ ছোটে॥

বেগুমা। হাঃ—হাঃ—কত হাসব, গরীব লোক হলো কি বোকা? দুঃখিয়াকে বেন্ বেন্ বলে ডাকি, মাগী গলে যায়; টাওয়ায়, ওর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বে দোব; হাঃ—হাঃ—হাঃ—পোড়া কপাল! মেয়েটাকে গলায় দড়ি কলসি বেঁধে টুপ

করে জলে ফেলে দেব, সেও ভাল। আমার বেন্ বলায় লাভ, কত আমার ঘর কন্নার কাজ মুফৎ করিয়ে নিই। তার লাভ, তার গতর চূর্ণ। হাঃ—হাঃ—হাঃ, হাতে যদি পয়সা থাকে, আর একটু বুদ্ধি থাকে, যত পার গরীবকে বেগার খাটাও, এমন সুযোগ আর নেই; পয়সা কাউকে দিতে হয় না, পয়সার এমনি মোহিনী শক্তি সকলে মাথা নীচু করে হুকুম প্রত্যাশায় বসে থাকে। পয়সা তোর কি গুণ রে, হাঃ—হাঃ—হাঃ! এঁ্যা, পা টা চট্ চট্ কচ্চে, পায়ে কিছু লাগলো না কি, এ জন্যে এ সব বাড়ীতে সাবধানে পা ফেলতে হয়। মাগীটা আবার গেল কোথায়, ও বেন্ বেন্, ওলো কোথায় লো! কোথায়?

(দুখিয়ার প্রবেশ)

দুখিয়া। এই যে বেন্, কেন ডাকছ বেন্। আজ আমার কি ভাগ্গি, এ দিকে দয়া করে বেনের পায়ের ধূল পড়্লো।

বেস্তমা। কাজ কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আস্তে পারিনি দিদি! ওলো জামাই কোথায়?

দুখিয়া। সে আর কোথায়, পথে পথে ঘুচ্ছে।

বেস্তমা। ওলো একটু আভিয়ুৎ হতে বলিস্, কাজ কর্ম্মে মন দিক, মানুষের মতন হোক। সাহেব আমার নিকর্ম্মা লোককে দেখ্তে পারে না, আমার মা মক্কা থেকে ফিরে এলেই দরিয়ার সাদি দোব ঠিক্ করেছি।

দুখিয়া। পোড়ার বাঁদর আসুক, তোমার নাম করে এই সব বলবো, তোমাকে ভারি খাতির করে, কারুর কথা শোনে না দিদি! শুধু তোমার কথাই শোনে।

দুখিয়া। দিদি এমন হাসলে কেন?

বেস্তেমা। একটা কথা মনে পড়্‌লো, তাই হাসলেম।

দুখিয়া। কি দিদি, আমাদের কথা?

বেস্তেমা। না গো না। এখন চল্লুম, হ্যাঁ একটা কথা বল্‌ছি কি, তোমার বৌয়ের জ্বালায় জ্বালাতন হয়েছি ভাই। মুখটী তার তার গো কেমন, তোমার হাতে দেয়া বড়ী ভিন্ন আর কারুর হাতের রোচে না, থু থু করে ফেলে দেয়, এমন করে আবাগী কত দামের বড়ী নষ্ট করেছে।

দুখিয়া। তার আর কি? আমি গিয়ে একদিন বড়ী দিয়ে আসব।

বেস্তেমা। একদিন নয় বোন্, আজই যেতে হবে।

দুখিয়া। আচ্ছা, রান্না বান্না সেরে, যাব এখন।

বেস্তেমা। না, এখনি যেতে হবে, তা না হলে তোমার বৌয়ের খাওয়া হবে না, উপস করে থাক্‌বে।

দুখিয়া। তুমি এগোও দিদি, আমি যাচ্ছি।

বেস্তেমা। ওর রান্না বান্না চুলোয় দিয়ে কেমন কাজ গোছালুম, আমরা বড়লোক কি না? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

দুখিয়া। দিদি আজ অত হাসছ কেন?

বেস্তেমা। ওগো বাড়ী গেলেই, সব কথা খুলে বলবো, হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[বেস্তেমার প্রস্থান।

(হোসেনের প্রবেশ)

হোসেন। চিল—চিল—চিল—চিল—

দুখিয়া। সংসারের খরচা কৈ, ছেলেগুল যে খিদেয় খুন হয়ে গেল।

হোসেন। চিল—চিল—চিল—চিল। দুখিয়া, এই যে দেখ্‌ছ যষ্টি, মারবো এতে চিলের গুষ্টি। চিল—চিল—চিল—চিল—

ছখিয়া। হাঁ। গা, টাকা কি কারুর যায় না, তোমার যে দেখি সব উল্ট, "চিল টিল্" করে কি তুমি পাগল হবে? ঘরের এমন দুর্দ্দশা, তোমার অমন করে গোস কিনে যাচ্চে খরচ কি ভাল?

হোসেন। আমি মরে গেলেও তোমার ও কথা শুনতে পারবো না। আমি মরে যাবার সময় লিখে রেখে যাব, আমার গুষ্টি—পুরুষানুপুরুষে, চিলের গুষ্টি—চিল টিল—করিয়া ধ্বংশ করিতে রহুক। তুমি কি বল্‌ছ? আমার কি কম রাগ, পাখ্‌না থাক্‌লে চিলের টুটী টিপে মার্‌তুম। হ্যারা-রা-রা—চিল—টিল—

নেপথ্যে। হোসেন মিয়া—হোসেন মিয়া—

হোসেন। যাও শীগ্‌গীর যাও, বাড়ীর ভেতর ঢোক। আমি দেখি কে এলো—হ্যারে-রে-রে চিল—টিল—

[ছখিয়ার প্রস্থান।

হোসেন। কে ডাক্‌ছ হে এদিকে এস, হ্যারে রা-রা চিল—টিল—

(সাদ ও রসীদের প্রবেশ)

কেও?—বাবা তোমরা, বাড়ী অবধি ধাওয়া করেছ,—যাও যাও,—এখান থেকে সরে যাও,—তোমাদের টাকা দেওয় নয়, জানে মার্‌বার মতলব।

সাদ। কেন কি হয়েছে?

হোসেন। কেন কি হয়েছে? নৈলে তোমাদের আজি সোড়ায় যচ্চে ছিলুম, এখন যাও যাও, নইলে এই লাঠীর বাড়ীতে মাথা ভাঙ্গব।

এ কালের মাহাত্ম্য, আমি দিলুম টাকা, এখন টাকার গরমে আমার মাথা ভাঙ্‌বে বৈ কি!

হোসেন। ভাঙ্‌ব না, ও টাকা দেয়ার চেয়ে না দেওয়া ছিল ভাল, দোয়াই বা কেন, আর কেড়ে নোয়াই বা কেন?

সাদী। তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিলুম কবে? তুমি কি বল্‌ছ?

হোসেন। ঠিক বল্‌ছি, অমন নেকা সাজা আমি ঢের দেখেছি। সরে যাও বল্‌ছি, নইলে মাথা ছাতু করে দোব।

সাদ। হোসেন মিয়া, তা দিও; আগিয়ে তোমার কি হয়েছে তাই বল না।

হোসেন। না, আমি বল্‌বো না; তোমাদের আমি বেশ করে চিনেছি। তোমরা এখান থেকে যাও, যাবে না? যাবে না? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্চি; পাড়ার লোক ডেকে টিপনবাজী লাগাব, তবে ছাড়ব, হু দেখ, টাকার খাতিরে এখনও কিছু বল্‌ছি নি।

সাদ। খাতিরে তো খুব উজান বইয়েছ! এর ওপর তোমার বেখাতিরটা কি, তাতো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

হোসেন। এই দেখাচ্ছি; ওরে পাড়ার জুয়ান ধাড়ী কে আছিস্ আয়, ডুবেটা বাঙ্গুকর এসেছে। আমার সর্ব্বনাশ করে।

সাদ। তোমার পাড়ার লোক ডাক আর যাই কর, তোমার কি হয়েছে বল্‌তে হবে।

হোসেন। দেখ রাগিও না বল্‌ছি, মাথা লালে লাল করে দেবো।

সাদ। এই আমরা মাথা পেতে দিচ্ছি, তুমি লাল করে যাও, কিন্তু আমরাও নাছোড়বন্দ, তোমায় বল্‌তেই হবে।

হোসেন। বলি এতটা কচ্ছ কেন,— সত্যি বল্‌ছ, তোমরা কিছু

সাদ। কোন্ হারামখোর জানে।

হোসেন। এত বড় কসম্ খাচ্ছ, তা হলে সত্যিই তোমরা কিছু জান না। তোমারা তো আমায় টাকা দিয়ে গেলে, আমি সেইগুলি পাগড়ীতে বেঁধে দিন রাত্রি মাথায় করে বেড়াচ্ছি, একদিন গোস কিন্তে গেছি, চিল পাগড়ী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

সাদ। তাতে আমাদের দোষ কি?

হোসেন। তা বল্তে চান সে চিল তোমাদের শেখান নয়? এমন টাকা এ গরীবকে দোয়াই বা কেন, নেয়াই বা কেন?

সাদী। আজগুবী কথা কি বল্ছো মিয়া, এও কি কখন হয়?

হোসেন। ফের মাথা বিগড়ে দিলে, চাক্ষুস আমার সাম্নে হলো, আর সে হলো আজগুবি! ওড়নাবক্সেতে যে টাকাগুলি ওড়ালে, তার বেলা কিছু জান না? ঢং কর্তে এসেছ, বলি—মিছে খাত্তি চালাকি কর না।

সাদী। দোস্ত, এ ব্যাপার কি? এ তো কিছু সমঝে উঠ্তে পাচ্চি নি।

সাদ। বোঝাবার নয়, বোঝাবার কোন কথা নেই, তোমাকে তো বলেছি, নসীবে না থাক্লে কে ভোগ কর্বে? এর চেয়ে ঢের অদ্ভুত ঘটনা শোনা গেছে।

সাদী। দেখ দোস্ত! নসীব নসীব কর না, ওকথা শুন্লে আমার গায়ে বিষ ছড়ায়।

সাদ। কি দোস্ত, তোমারও গায়ে হোসেন মিয়ার বাতাস লাগ্ল না কি? রোজা ডাক্ব না কি [illegible] হাকিমের কাছে নিয়ে যাব?

কের আমি হোসেন মিয়াকে টাকা দেব। দেখি কতবার চিলে নেয়! হোসেন মিয়া, তোমার যা গেছে তা গেছে, আর কিছু ভেব না, আমি ফের টাকা দিচ্চি; খুব হুঁসিয়ারীতে রেখ, যেন চিলের মুখে ফের হাওয়ায় উড়িও না।

হোসেন। সে কৃপা অকৃপা তো তোমাদের; একটু অকৃপা কর্‌লেই আর উড়বে না, পোষা চিল আর ছেড় না।

সাধী। এই ছশো মোহর নাও।

হোসেন। আর হাতে হাত ঠেকিয়ে দিচ্চি নি বাবা, জমীর ওপর রাখ, তোমরা মন্তর জান, আর আমি জানি নি বুঝি? তোমাদের ভুতুড়ে কাণ্ডের দফা রফা করে দোব।

সাদী। এই রাখ্‌লেম, কি কর্‌বে কর।

হোসেন। এই দেখ, সব নজর দোষ কাটিয়ে এবার দিই, সাম্‌লে থেকো মিয়া সাব, সলেমানের নাম নিই।

"ফুঁস মন্তর ধুস মন্তর লাগ মন্তর লাগ।
দত্যি দানা জিনি পরী ভূত মামুদ ভাগ॥
হাসেন হোসেন আলি জুমা আর গাজীপীর।
সলেমান রাজার নাম কচ্চি কেউ না রও স্থির॥
ফু—ফু—ফু—"

সলেমানের নামে ভূত পালায়, যখন দেখ্‌ছি তোমরা পালও নি, তোমার মোহর পালায় নি, তখন আমার বিশ্বাস হয়েছে।

সাদী। বিশ্বাস হয়েছে? আমরা ভূত কিম্বা যাদুকর নই।

হোসেন। হাঁ হাঁ, খুব বিশ্বাস হয়েছে, সব ধন্দ ঘুচে গেছে।

সাদ। হোসেন মিয়া, না জেনে তুমে আমাদের খুব অপমান

হোসেন। আমি ?

সাদ। তুমি নও, তোমার ছেলের বাপ।

হোসেন। আমি, বলেন কি ? সে বড়েমিয়া, আমার মেজাজ, সে মেজাজ এখন আমার পালিয়ে গেছে। আপনারা আমায় মাপ করুন, মাথা বিগ্‌ড়ে যা কিছু বলেছি, অত শত ধর্‌বেন না। আজ আপনাদের না খাইয়ে ছাড়্‌ছি না। আপনারা আমার ভারি উপকারী।

সাদ। যাদুকর থেকে বুঝি উপকারী হলুম, হোসেন মিয়া, তুমি বেড়ে মানুষ।

হোসেন। মানুষ ভাল মিয়া, কেবল মেজাজ বিগ্‌ড়ে মন্দ হয়ে দাঁড়ায়। দেখুন সে কথা ছেড়ে দিন, আজ আপনাদের গরীব খানায় তসরীপ নিতে হবে।

সাদ। আজ নয়, আজ নয়, আর একদিন আমরা এসে আমোদ করে খেয়ে যাব, আমাদের অনেক কাজ আছে, বুঝ্‌লে মিয়া ? তবে এখন আমরা আসি।

হোসেন। গরীবের কোন অপরাধ নেবেন না, গোলামের সেলাম নিন, সেলাম সাহেব, বহুত বহুত সেলাম।

সাদ। দেখ দোস্ত, মোহর ত দিলে, আমার সেই এক কথা— নসীব ; নসীবে থাকে, ভোগ হবে, নইলে আবার মোহর পর-হাতে ভেস্তে যাবে।

সাদী। আচ্ছা, থাকে কি যায়, সে পরে বোঝা যাবে। এখন আর মিছে ঝগ্‌ড়ায় কাজ কি ? সেলাম হোসেন মিয়া সেলাম।

হোসেন। সেলাম সাহেব, আপনাদের সেলাম।

[সাদ ও সাদীর প্রস্থান।

ছুস্তোরে ছিল—ছিল—তোমরা একবারে জাহান্নামে যাও,

আর তোমাদের হাতে করে চিলের পাছু তাড়া কচ্চি নি। ক নসীব, একশ নব্বুই মোহরের বদলে কি না, দু-দুশো মোহর পাওয়া গেল; এবার আর পাগড়ীর ভেতর রাখ্‌চি নি, ঘরের ভেতর লুকিয়ে রেখে দেব, দেখি বেটার চিল কি করে নিয়ে যায়। সলেমানের মন্তর ঝেড়েছি, কম মন্তর নয়, এ যে সে মন্তর নয়, সলেমানের মন্তর।

[প্রস্থান।

দড়িওয়ালীর গীত।

তোদের ত দড়ির ব্যাসাত কিনে নে না চুলের দড়ি।
চিকণ চুলের চিকণ বোনা দেখ্‌লে ভোলে ছুঁড়ী বুড়ী॥
খোঁপাতে বাঁধ্‌লে পরে, পায়ে পায়ে ভাতার ঘোরে,
এ খোঁপা দেখ্‌লে নাড়া, তখনি হয় পুরুষ ভেড়া,
খোঁপার জোরে সতীন খায় তাড়া,—
কিনে এনে সস্তা দরে হাঁড়ি ভরে তুল্‌বি কড়ি॥

পঞ্চম দৃশ্য।

হোসেনের অন্দর।

দুখিয়া ও সাহারিদা।

দুখিয়া। কাজ কর্ম্মে মন দে বাছা, তোর শাশুড়ী কত বলে, যদি মানুষের মতন দেখে, তা হলে তোর দিদিশাশুড়ী মক্কা থেকে এলেই তোর সঙ্গে দরিয়ার সাদি হবে।

সাহারিয়া। হাঁা আম্মা, আমার শাশুড়ী এই সব বল্লে, এই সব বল্লে? এবার থেকে আমি কাজ কর্ম্মে খুব মন দেব, আর ঘুরে বেড়াব না, দেখিস্ আম্মা।

দুখিয়া। বড় মানুষের দামাদ্ হবি, সহবৎ শেখ্, তা না হলে লোকে কি বল্বে?

সাহারিয়া। হাঁা আম্মা, বড় মানুষের দামদকে বড়মানুষী দেখাতে হয়?

দুখিয়া। বড়মানুষী কর্ব্বে বই কি, তুমি আমার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হাওয়া খেতে যাবে, রাস্তার দুধারি লোক দেখ্বে। আহা, আমার সাহারিয়ার চেহারা কি কম? না খেতে পেয়ে রং কাল হয়েছে, এমন মুখের ছাঁদ দুনিয়ায় দেখি নি, পয়সা থাক্লে কে না নবাবজাদা বল্তো!

সাহারিয়া। হাঁা আম্মা, সত্যিই কি আমার নবাবজাদার মত চেহারা?

দুখিয়া। সত্যি নয় তো কি মিছে বল্‌ছি বাছা, সোনার চাঁদ আমার, কাজ কর্ম্মে মন দাও।

সাহারিয়া। (স্বগতঃ) আম্মা বলছে চেহারা ঠিক নবাবজাদার মত, তাতে শ্বশুর হবে আমীর, তবেতো সব হয়েছে! কেবল চাল্‌টা শিখলেই বাদশাজাদা বনে যাচ্ছি। তবে আর কি, না খেয়ে দেয়ে আজ থেকে আমীরি চালের মহলা দেবো।

দুখিয়া। একটা কাজ কর্ দেখি নি দেখি, মিয়া সাহেব বাড়ীতে নেই, তুই চট্ করে বাজারটা করে আয়।

সাহারিয়া। আম্মা, কি বল্লে, আমীরের জামাই বাজার কর্‌বে?

দুখিয়া। তুই তো জামাই হবি, এধারে আমীরেরা যে বাজার করে।

সাহারিয়া। সে টিকেপাড়ার উচ্চ আমীর! আম্মা, আসল আমীর বাজার-মুখ কোন্ ধারে জানে না।

ছুখিয়া। হাঁ বাছ, এই যে বল্লি কথা শুন্‌বি, কাজকর্ম্মে মন দিবি ? এর মধ্যে বদ্‌লে গেলি, আবার কি ভূত ঘাড়ে চাপ্‌লো ?

সাহারিয়া। কাজে কর্ম্মে মন্‌তো দোবই ;—আমার কাজ আমীরি-চাল শেখা। আম্মা, এক কাজ কর, আমার পোষাক সাবান্ দিয়ে বেশ করে কেচে দাও।

ছুখিয়া। পয়সা নেই কি করে হবে ?

সাহারিয়া। আম্মা, তোমার কি কিছু আক্কেল নেই ? আমীরের দামাদ ময়লা কাপড় পর্‌বে ? তা হতে পারে না, আমার ফরসা কাপড় চাই, জল্‌দি মাঙ্‌তা, লেয়াও, সাবান লেয়াও, হামারা কাপড়া কাচ দেও।

ছুখিয়া। হাঁরে, হলো কি ? তোর আব্বার ঘাড়ে চিলেভূত লেগেছে, তোর ঘাড়ে কি আমীরিভূত চাপ্‌লো। বাহবা, বাপ্‌কো বেটা, সিপাইকো ঘোড়া কুচ নেহি ত কুচ থোড়া থোড়া ; এ হলো কি, আমার ঘরে মজার মেলা হলো, বাঃ বাঃ সোনার সংসার, নসীবকে বলিহারী।

সাহারিয়া। আম্মা ! আমি আমীরের জামাই, খেতে পাই আর না পাই, ফর্‌সা কাপড় চাইয়ে, নেহি ত ঘর্‌কা হাঁড়ি কুড়ি সব ভেঙ্গে ফেলেঙ্গা।

ছুখিয়া। মস্ত বীরপুরুষ, যা আর রাগ দেখাতে হবে না, আমি তোর কাপড় কেচে ফরসা করে রাখবো, এখন তুই যা, কাজকর্ম্মের সময় আর জ্বালাস্ নি। তোর সাদির কথা বলে কি ঝকমারি কল্লেম। যা—যা—এখন যা—

সাহারিয়া। আচ্ছা, চল্লুন—হাঁ—আমীর দামাদের রাগ—হাঁ আমীর দামাদের রাগ।

[প্রস্থান।

হুস্নিয়া। যাই একবার বেদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি। সাজিমাটী বিক্রী কর্ত্তে এলে, কিনে কাপড় কখানা কেচে দেব।

[প্রস্থান।

(হোসেনের প্রবেশ)

হোসেন। মোহরগুলো কোথায় রাখি, মনের মত জায়গাতো খুঁজে পাচ্চি নি। মাটী খুঁড়ে পুতে রাখি? না—তা হয় না, বহু-বার খোঁড়াখুঁড়ী কর্ব্বো? কোথায় রাখি,—এই ঠিক জায়গা পেয়েছি। এই ভূষির হাঁড়ার ভেতর লুকিয়ে রাখি, কে কোথায় নেই তো—না (রাখিয়া) বাস—নিশ্চিন্দি, গে টা-দশ মোহর বার করে নিই। সেই গোস খাবার সাধ আমার মেটে নি, একটা দুম্বা কিনে আনবো। যা দিল চাবে, তাই খাবো, যা চাইবে তাই কিনবো। আমার হারান ধন ফিরে পেয়েছি—ইয়ে আল্লা—ইয়ে আল্লা—

[প্রস্থান।

(সাজিমাটীওয়ালীর প্রবেশ)

গীত।

এ আমার নয়কো ভেজাল খাঁটি জিনিস,
রাষ্ট্র সহরময় এই সাজিমাটী।
পস্তাবে সস্তা কিনে কর না পয়সা অপচয় হবে সকল মাটী॥
একটু ঘসে ফেণিয়ে দাও টবে,
গরদা কেটে ময়লা ছুটে হবে ধবধবে,
নাও দরে যেচে কসে মেজে, মিলিয়ে পাবে নয় কি হয়।
ভাঙ্গা ঠাটে চুণ ফেরাবে, আর উঠে যাবার পথ্যি নয়,
খাবে পায়ে লুটপুটি - নাও এই সাজিমাটী॥

(দুখিয়ার প্রবেশ)

দুখিয়া। ও মা, এই ঝুড়িটী কত নেবে বল গো বাছা ?

সাজি-ওয়ালী। ও মা, বড় বেশী দর পড়বে।

দুখিয়া। সাজিমাটীর আবার বেশী দর কি ?

সাজি-ওয়ালী। কি কর্‌বো ? বাজার যে চড়া।

দুখিয়া। চড়া বলে কি যাচ্ছি চড়া ?

সাজি-ওয়ালী। ব্যাঘ্ররামের ভয়ে ধোপারা সব পালিয়েছে। এখন সকলেই বাড়ীতে কাপড় কাচ্চে, কাজেই এর দর চড়েছে।

দুখিয়া। তা—দর কসাকসি কি কর্ব্বো। তবে দে, কিন্তু আমার ট্যেঁকে পয়সা নেই, (ঐ ভূষিগুলো পোকা ধরেছে, ও নিয়ে দেয় দিক)

সাজি-ওয়ালী। ধ'রে টারে দিতে পা'র্‌বো না।

দুখিয়া। ধারে কেন ? ভূষি নিয়ে দিবি।

সাজি-ওয়ালী। বেশ, কিন্তু দশ সের ভূষি চাই।

দুখিয়া। আচ্ছা, তুই এই হাঁড়া শুদ্ধ ভূষি নে, কম বেশী হোক আর কিছু দেবো না।

সাজি-ওয়ালী। ঐ হাঁড়াটা তো ? না—তা হতে পারে না।

দুখিয়া। তবে এস, আর কি কর্ব্বো।

সাজি-ওয়ালী। নে মা নে, তোর মুখে মিষ্টি কথা শুনে, আমি লোক্‌সান করে দিলুম—আজ খুব লাভ হলো (ঝুড়ি দেওন ও হাঁড়া লওন) আমি তবে নিয়ে চল্লেম। (স্বগতঃ) মাগী ভারি ভালমানুষ, বেশ ঠকান গেল, বেশ দুপয়সা পাওয়া যাবে। (প্রকাশ্যে) যাক্‌ লোকসান হোল কি আর কচ্চি, তোর মুখ দেখ্‌লে ভুলে যেতে হয়।

গীত

বেলা হলো চলি তবে বোন্।
সে চোখের আড় করে না, পাছু ছাড়ে না,
থাকে কাছে কাছে অনুক্ষণ॥
সে আমার আছে পথ চেয়ে,
এতক্ষণ শ্বাসে শ্বাসে ফেলেছে ছেয়ে,
হলে দেরী, কেঁদে মরি, দেখি তার নয়নে প্রস্রবণ॥

[প্রস্থান।

দুখিয়া। এ সাজিমাটীতে এক মাস চল্‌বে। কাপড়গুলো যে কালো চাম হয়েছে; গন্ধে নাড়ী উঠে যায়; ফরসা পরে সাত গুষ্টি বাঁচ্‌বে।

[প্রস্থান।

(হোসেনের প্রবেশ)

হোসেন। বিবি সাহেব! কি কচ্চো গো?

(দুখিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

দুখিয়া। কি আর কর্ব্বো, কাপড় কাচতে যাচ্ছেলুম।

হোসেন। রেখে দাও তোমার কাচা। গুষ্টিবর্গের নতুন নতুন কাপড় চোপড় কিনে এনেছি।

দুখিয়া। এত পয়সা কোথায় পেলে?

হোসেন। সে পরে বল্‌ছি বিবি সাহেব; তোমার জন্য মসগুল পেড়ে কাপড় এনেছি। যখন সেজে গুজে বাহার দেবে, আমি মস্‌গুল হয়ে তোমার পানে এক দৃষ্টে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বো।

দুখিয়া। মিন্‌সে যেন সং, সে বাহার তুমি দিও। ঘরের কাজ অনেক বাকী, কেন ডাক্‌লে ?

হোসেন। ডেকেছি বলে কি কোরাণ অশুদ্ধ হয়েছে ? শোন, এই দুম্বার রাংয়ে কাবাব কোপ্তা বনাও, মিটুলিতে অম্বল, পোলাও বনাও, যা খুসি কর, এক রাশ বাজার করেছি।

দুখিয়া। এত পয়সা কোথায় পেলে ? আর এত রান্না একলা তো হবে না। তার কি করেছ ?

হোসেন। দু চার জন পাড়াপর্সী নেমন্তণ করেছি, তারা সব রাঁধবে ; দুখিয়া, সাধ মিটিয়ে খাও, আকাঙ্ক্ষা টুটিয়ে খাও, আজ আমি দিল্‌দার।

দুখিয়া। এত পয়সা কোথায় পেলে ?

হোসেন। সেই দোস্তরা তখন এসেছিল, তারা সব শুনে ফের দুশো মোহর দিয়ে গেছে।

দুখিয়া। মোহরগুলো কোথায়, আমায় দাও, আমি রাখি—এবার খুব সাবধানে।

হোসেন। নেড়া আর কবার বেলতলায় যায়।

দুখিয়া। দেখ, চিলে না ওড়ায়।

হোসেন। এবার যে জায়গায় রেখেছি, চিল কি, আমার তোমার বাপের সাধ্যি নেই যে বার করে। তুমি ওধারে জিনিসগুলো নাবাও গে ; আমি খুচরা টাকাগুলো তুলে রাখি।

[দুখিয়ার প্রস্থান।

হোসেন। বিবিসাহেব !

দুখিয়া। (নেপথ্যে) আবার ডাক্‌চো কেন ?

হোসেন। ওগো আমি ডাকি নি ডাকি নি, তোমার সাড়া নিচ্ছি, তুমি গেলে কি না ? (পুনরায়) বিবিসাহেব, বিবিসাহেব,

না, আর এখানে নেই। এইবার বাকি মোহর কটা। তুমি (হাঁড়া দেখিতে না পাইয়া) হাঁড়া যে দেখ্‌তে পাচ্চি নি। এত রোদ্দুর থেকে এসেছি বলে কি ঝাপ্‌সা ঠেক্‌ছে, তাই দেখ্‌তে পাচ্চি নি? (চোক রগড়াইয়া) এই তো ঘোর কাটালুম,—তবে দেখ্‌তে পাই নে কেন? একটু হাত্‌ড়ে দেখি—খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি; খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি;—কৈ নাই তো! চোকের ঝাপ্‌সা হাতে লাগ্‌লো না কি? না—না—ঝাপ্‌সা তো নয়; খুঁজে খুঁজে হাতে সাত পুরু ময়লা পড়লো। না কি? এঁ্যা হাঁড়া গেল কোথায়? এ যে অন্ধকার দেখ্‌ছি, প্রাণপাখী যে উড়্‌ উড়্‌ কর্‌ছে। এ যে দুরন্ত চিল দেখ্‌ছি। ও রে আমার কি সর্ব্বনাশ হলো রে—ও রে আমার কি সর্ব্বনাশ হলো রে।

(দুখিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

দুখিয়া। কি হলো গো—কি হলো?

হোসেন। কি আর হবে চিল বেটা হাঁড়া উড়িয়ে নিয়ে গেছে। এ ভিটে ছেড়ে পালাই চল, এবার আমাদের ঘাড় না ভেঙ্গে যাচ্চে না।

দুখিয়া। মিন্‌সে যেন কাপ: চিলে মোহর নিয়ে যাওয়া অবধি চিল চিল এক বাই ধরেছে। চিল উড়িয়ে নিয়ে যাবে কেন? আমি সেই ভুষির হাঁড়া বদলে সাজিমাটী কিনেছি।

হোসেন। এঁ্যা, বল কি, তুমি আমার মাথা খেয়েছ! করেছ কি? তাতে যে আমার মোহর ছিল, যে গো, মোহর ছিল।

দুখিয়া। তা আর কি কর্ব্বো? আমার বিশ্বাস হোল না, এত দেশ থাক্‌তে হাঁড়া বই আর জায়গা পেলে না। আমার দোষ কি?

হোসেন। হা মোহর! হা মোহর! সে যাদুকর বেটাদের বুজরুকি বার কচ্চি! এঁা, বেটারা সলেমানের মস্তর মানে না। আজ থেকে আমি মরিয়া হলুম, সে বেটাদের মেরে মর্‌বো। মার্ ডালে গা, খুন্ করে গা!

[প্রস্থান।

ছখিরা। খোদা, কি ঘটালে; দেখি কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

উদ্যান।

সাহারিয়া।

সাহারিয়া। আব্বা পোষাকটী বেশ কিনে এনেছে। গায়ে খুব মানিয়েছে; (দেখিয়া) আপনার চেহারায় আপনি মস্‌গুল হয়েছি। আমীরের দামাদ তো আমীরের দামাদ! আজ এ চেহারা দেখে দরিয়াকে আর উঠে-ধানে পথ্যি কত্তে হবে না;—দেখেই পাগল বোনে যাবে। বড়্‌মানুষী চালচলন-গুলো রপ্ত করে নিতে হবে। টপ মেরে নিতে পার্কো না? হাঁ পার্‌বো বলে তো আশা হচ্চে (চলন) এক দিনে কি হয়, সবুরে মেওয়া ফলে, আমারও ক্রমে ক্রমে হবে। গল্পে শুনিছি এক নবাবজাদা বাগিচায় শুয়ে আছে, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল—আমি আমীরের জামাই এই গাছতলায় শুই, দরিয়

উড়িয়ে নেবে না? আজ পরক করি (শয়ন) মট্‌কা মেরে পড়ে থাকি, এখনি সে আস্‌বে, কি করে দেখি।

(দরিয়া ও সহচরীগণের প্রবেশ)

গীত।

হেরল গগনে, বিবিধ বরণে,
মেঘ মাঝে করে খেলা।
কিবা ছেয়ে চলে, মরালের দলে,
অবসান হেরি বেলা॥
শাখী পাপী ঝিলি, করে কিলি কিলি,
বহিছে সমীর ধীরে।
দেব বাসে ভাসে, ফুল-ফুল হাসে,
শশী বসি তরু শিরে॥
হেরে তরু লতা চকা চকি যথা,
তটিনী বহিয়ে যায়।
ফুলে ফুলে, কাঁদে, কুহু কুহু নাদে,
বাঁশরী মিশিয়া গায়॥

[সকলের প্রস্থান।

দরিয়া। (সাহারিয়াকে দেখিয়া) এখানে কে শুয়ে! মরি মরি কি রূপ, এমন রূপ কি মানুষের হয়? নারী-বিমোহন পুরুষ-রতন তোমার এ শয়ন কি সাজে? তোমায় বুকে রাখ্‌লে বুক জুড়োয়, বুকের ধন বুকে রাখ্‌বো। খোদা এত দিনে প্রাণের জিনিস মিলিয়ে দিলেন।

(ক্রোড়ে মস্তক রক্ষণ)

সাহারিয়া। পরীর গন্ধ ঠিক তো মিলছে, আর যায় কোথায়? কি আমোদ—কি আরাম!

দরিয়া। ননীর মত শরীর স্পর্শে দেহ রোমাঞ্চিত হচ্চে। আহা! কপালের ঘর্ম্মবিন্দু যেন মুক্তাশ্রেণীর মত শোভা পাচ্চে।

(ব্যজন)

সাহারিয়া। কি তোয়াজ রে বাবা—কি তোয়াজ! এ সুখ ছেড়ে স্বর্গসুখ কোন্ শালা চায়? কথা কইব না, মুখ টিপে চেপে থাকি, কি তোয়াজ রে বাবা—কি তোয়াজ!

দরিয়া। মরি মরি, এ রূপ দেখে যে সাধ মেটে না, দেখি, আবার দেখি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিভোর হয়ে যাই।

গীত।

তুমি নারীর হৃদয়-চাঁদ।
ছুটে প্রাণ পায়ে লোটে ভেঙ্গে গরব-বাঁধ॥
এ নারীপাগল করা রূপ,
দেখেছি খুঁজেছি কত পাই না অনুরূপ,
আ মরি কিবা অপরূপ!
থাক আঁধার-হৃদয় আলো করে সেধ না হে বাদ।
বুকের নিধি বুকে এস পুরাও আমার সুখ-সাধ॥

সাহারিয়া। (স্বগতঃ) গুলিয়ে গেছি, স্বপ্ন কি সত্য? এ্যাঁ, এ তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নি? যাই হোক, আর খানিকক্ষণ মুখ চোক টিপে থাকি, এমনতর খুব চলুক, দেদার চলুক, দেওড় চলুক, দিন রাত চলুক।

দরিয়া। মনচোর, কার হৃদয় ছিন্ন করে, প্রেম-শিকল ছিন্ন করে এসেছ? সোহাগের ধন, আদরের ধন, তুমি কি আমার হবে?

সাহারিয়া। (স্বগতঃ) তোমার হবো না তো কার হবো ধন? তোমার জন্যই তো এত কাণ্ড—এই গাছ তলায় শয়ন।

(সখিগণের পুনঃ প্রবেশ)

গীত।

ফুলের বাগান দফা রফা করে অনাদর।
নতান গজান কলি ফেটাফুল সব ঝর ঝর॥
ফোটেনি বেলা বুঝির সার—
মল্লিকার মুখে হাসি গোলাপের বাহার—
এধার ওধার খুঁজলেম চারি ধার;
পেয়েছি পারুল বকুল চামেলী টগর,
ঝুম্‌কোলতা কাণে গুঁজে সোণার চাঁপা খোঁপায় পর॥

আমিনা। হ্যাঁলো দরিয়া, তুই না সাহরিয়াকে ভালবাসিস্ নি? এ্যাঁ, তুমি বুঝি ডুবে ডুবে জল খাও।

দরিয়া। সাহারি কি?

আমিনা। তাকে ভালবাসনা না? কোলে করেছিস্ কাকে?

দরিয়া। এ্যাঁ! সাহারিয়া! সাহারিয়া! (উঠিয়া) বল্লি কি লো, এ্যাঁ এ্যাঁ, বল্লি কি লো! ঘেন্নার কথা মা, ঘেন্নার কথা!

সাহারিয়া। (স্বগতঃ) ও আমার ছেঁড়া কাঁথার লাখ টাকার স্বপন হলো কি? আমার নাম শুনেই পিরীতের সুতোর ছুহাত্তা মারলে? কি লাটাই দিয়েছিল, বেহেস্ত ছুলে হাত ফেট্টি ছিঁড়ে দিলে?

দরিয়া। এ্যাঁ কি করেছি, দুধে হাত দিতে গিয়ে গোবরে হাত দিয়েছি; লজ্জায় মরি মা, লজ্জায় মরি!

সাহারিয়া। আমি বুঝি গোবর? এতক্ষণ একেই প্রাণ ছেঁড়া শেকল-কাটা, আমায় কি হবে; কত কি বলছিলে, এর মধ্যে একবারে ভোল বদ্‌লে ফেল্লে।

আমিনা। দেখ, সাহারিয়াকে কেমন মানিয়েছে!

দরিয়া। ছোঃ ছোঃ, তুই কি বলছিস্ লো? গরীবকে কি কখন মানায়? অমন পোষাক ওর গায়ে যেন ঝ্যাড়্ ঝ্যাড়্ কচ্চে।

সাহারিয়া। বুঝেছি ওটা নিন্দে নয়, ভালবাসার গুড়ে ফুট ধরে, উপচে পড়ে ফেণা গড়াচ্চে। ঝ্যাড়্ ঝ্যাড়্ করুক আর ঝ্যাড়্ ঝ্যাড়্ করুক, আমি তোমার শিকল-কাটা ধন এক আঁচড়ে বুঝে নিয়েছি। দরিয়া, তোমার বুক চাপা ভালবাসা ধরা পড়ে গেছে।

গীত।

সাহারিয়া।—তোমার আর চলে না অযতনের ভাণ।
দিয়েছ মনটা খুলে হঠাৎ ভুলে বুঝেছি আমার ওপর টান্॥

সখি।—বোঝ না খেলছে কত কাণ।

সাহা।—হাতে পেয়ে আর কি ছাড়ি কর্ব্বো জানের জান;—
এই ধরলেম দুটো হাত

দরিয়া।—ভালো চাও তো সরে দাঁড়াও, হঠ যাও তফাৎ।

সখি।—দেখ না খেলছে কত কাণ
ছি ছি পিছিয়ে গেলে ও তোমার কর্ম্ম নয়।

সাহা।—আমিই পারি—আর কেউ নয় পাছে হাত ছাড়া বা হয়॥

সখি।—জান না কাজের ধাঁজা ভারি কাঁচা তোমার অতি সরল প্রাণ।
জান না ছলে কলে নারী গলে, ধর পায়ে ভাঙবে অভিমান॥

সাহা।—আমার ক্ষমা কর প্রাণ, আমায় ক্ষমা কর প্রাণ॥

দরিয়া। কি আপদ!

সাহারিয়া। আপদ হই, আর যাই হই, তোমায় নানী হকা

থেকে এলেই তোমার সঙ্গে আমার সাদি হচ্ছে; তোমার আব্বা আমার আম্মার কাছে কসম্ খেয়ে বলে গেছে, তখন কি করবে? এ আপদ যে তখন তোমার সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে।

(হস্ত ধারণ)

দরিয়া। যাও যাও, মিছে ন্যাকরা কর না; আমার পোড়া কপাল আর কি! (ঝাপ্টা মারণ ও সাহারিয়ার পতন)

সাহারিয়া। উ-হু-হু—দরিয়া, গেছি—গেছি—গেছি;—তোল—তোল—

আমিনা। কি হয়েছে?

সাহারিয়া। পড়ে গিয়ে হাটুতে কাচ ফুটে গিয়েছে। গেছি দরিয়া, গেছি।

দরিয়া। কেমন—আপনাই করুতে এস।

সাহারিয়া। দরিয়া, মনে দুঃখ দিও না, এই দেখ পড়ে গিয়েও তোমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছি; একটু হাত বাড়িয়ে আমায় তোল, এ বুকখানাকে দশ হাত করে ফেলি।

দরিয়া। তোমায় তুল্‌বো, আমার হাত ময়লা হয়ে যাবে; তুল্‌বো. আমার বয়ে গেছে, ঐখানে পড়ে থাক।

সাহারিয়া। দরিয়া, দরিয়া, যদি আমায় মনে মনে ভালবাস, আমার মাথার কিরে, তোল আর নাই তোল একবার কাছে এসে দাঁড়াও, আমি পায়ের যাতনাটা ভুলে গিয়ে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে বুল্‌বুল্ মাসক হই।

দরিয়া। যাচ্ছি, আমার দায় পড়ছে—হাঃ—হাঃ—আমায় ভালবাসা বুঝ্‌লে আমীরের জামাই, তুমি পড়ে গেছ, তাতে আমার কি? হাঃ—হাঃ—

সাহারিয়া। দরিয়া, তুমি আমায় ফেলে দিলে, আমি পড়ে গেলুম, তাতে তোমার একটু দর্দ হওয়া চুলোয় যাক, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ, আমি তোমায় প্রাণ খুলে ভালবেসেছি, এখনও বাসি ; তার প্রতিদান কি এই হাসি, তার প্রতিদান কি মৌমাছির চাকের কাছে সেই দিন পাঠিয়ে মাছির দংশনে আমায় যাতনাগ্রস্ত দেখা। বেশ, তুমি হাসছ হাস ! যদি আমায় দাগ ধরে থাকে, তা হলে আর তোমার সঙ্গে দেখা করব না দরিয়া, যদি কখন সময় হয় তা হলে দেখা করবো ; আমি বেকুব ছিলাম, কিন্তু এখন বুঝ্‌তে পেরেছি তেলে জলে কখন মিস খায় না।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

আমিনা। সাহারিয়া, তুমি কিছু মনে কর না ; দরিয়ার হাসি একটা রোগ, ও তুমি কিছু ধরো না।

সাহারিয়া। না, ধর্‌বো না।

[দরিয়াকে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

গীত।

যদি সহিতে না পার, এস না ক আর, ভালবাসিতে হে এস না।
চাও দানে প্রতিদান, সমান সমান, প্রেমের বিধান বঁধু জান না॥
তুমি চাহ না কাঁদিতে সদা চাও হাসি (তাতে) সুখে ভাসাভাসি হবে না
আশা পিপাসায় ছাতি ফেটে যাবে, এক ফোটা জল পাবে না॥
জলে হৃদি মরু ধূ ধূ ধূ ধূ করে, সে জ্বালা তো কভু নেভে না।
কেন বাসনায় দূরে, থাক তারি ধ্যানে, অতৃপ্ত পরাণ রবে না॥
পাবে ভালবাসা, দুখ-নিশা রবে না॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হোসেনের বহির্বাটী।

কারিকরগণ।

গীত।

পাক দে বেলা ঝিকিমিকি।

নেব নেড়ে রোজ পয়সা গুণে, জল্‌দি করে কাম সেরে নে,
সানকী ভরা সাঁটবো খুয়ে ঘরকে গে ডুব্‌লে চাকি॥
রসিতে রস বড় ভাই; রসির রসে পাক্ক তরাই ;—
রসের রসি তাইতে তো পাকাই
কসে টান্, কাম বাগা না র সর কামতো নয় ফাঁকি।
আর ঝাঁকি পয়সা তো নয় মেকি॥

সাহারিরা। সন্ধ্যে হয়ে এলো, যাই মুখ হাত পা ধুয়ে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করি গে। কাজ কর্ম্মে মন দিয়ে এখন বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমি কি হয়ে গেছ্‌লেম। সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল দরিয়ার পাছু পাছু দেওয়ানা হয়ে বেড়াতেম।

আমার হীন অবস্থা দেখে সে আমায় বড় হেনস্তা কর্‌তো, সে দুঃখ যাবার নয়, আর তার ত্রিসীমায় যাব না, তাকে ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসবো। খোদা যদি কখন অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন, যদি কখন তার সম অবস্থায় দাঁড়াতে পারি, তবে সে দুঃখ যাবে, তা হলে আবার তার সঙ্গে দেখা কর্‌বো, নচেৎ আর না; আর তার সঙ্গে দেখা কর্‌বো না। অন্তরে তার মূর্ত্তি রেখে তাকে মনে মনে ভালবেসে জীবনলীলা শেষ করবো।

[প্রস্থান।

(ধীবর ও ধীবর-স্ত্রীর প্রবেশ)

গীত।

ধীবর। ক্যার্‌কা জাল ক্যার্‌কালে তো এড়িয়ে কি যায় চুনোপুঁটী।
ধী-স্ত্রী। বেড়াজাল পুঁতেস ভাল যা দে পুঁতে খোঁটা খুঁটী॥
ধীবর। ঘাই যেমন জলে জবর,
ধী-স্ত্রী। তেম্‌নি বোনা জালের বহর,
ধী.র। ভাসান দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে এড়িয়েছে কি জালের ফাঁকে,
ধী-স্ত্রী। বেড়াজাল ফেলি বেড়ে দেখেছিস্‌ ত আমার কদর।
উভয়ে। এ জালে মাছ এড়ালে মিছে কানা ঘাঁটাঘাঁটি॥

ধীবর-স্ত্রী। ও দুখিয়া দিদি, ও দুখিয়া দিদি! তোদের জন্য মছ্‌লি এনেছি, নিয়ে যা।

(দুখিয়ার প্রবেশ)

দুখিয়া। জেলে দিদি বুঝি? মছলি এনেছিস্‌, কৈ কেমন দেখি?

ধীবর-স্ত্রী। এই যে দিদি, কিন্তু মনেরমত মছলি হয় নি, তা কি কর্ব্বো বোন, তোমার বরাত; তোমাকে প্রথম জালের মছলি দেবো বলেছিলুম, সে জালে এই একটীবই পড়ে নি।

ছখিয়া। জেলে দিদি, এতে খুব হবে। অত খাবার লোক আর কে আছে বল? একটুকরো শিশে দিয়ে কি রাজ্যি শুদ্ধ মাছ চাইব না কি?

ধীবর। বিবি সাহেব! কাল রাত্তিরে যে আপনি উপকার করেছেন, তা কহবার নয়। পারার ঘর ঘর খুঁজে এক টুকরো শিশে কোথাও পাওয়া গেল না, আপনি না দিলে, আজকে আমাদের রোজির দফা বন্ধ হোতো। সে উপকার ভুল্‌তে পারবো না। এখন আমরা চল্লেম, আর একদিন একটা বড় মাছ পেলেই দিয়ে যাব।

ছখিয়া। জেলে দিদি! আর আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসিস্ নি কেন? এক আধ দিন আসিস্।

ধীবর-স্ত্রী। আস্‌বো দিদি আস্‌বো, হাতের অবসর পাই নি বলে আস্‌তে পারি নি।

[ধীবর ও ধীবর-স্ত্রীর প্রস্থান।

(হোসেনের প্রবেশ)

হোসেন। এঁ্যা করেছ কি! এই এত বড় মাছটা কিনেছ? পয়সা খুব সস্তা দেখেছ, না? তোমাদের মত অলপেয়েদের দৃষ্টিতে কিছু কি আর থাকে, কর্পূরের মত সব উপে যায়। এখন দেখ্‌ছি তোমাদের সব নেক্ নজরের জোরে, ছদিন বাদে এই ভিটেতে ঘুঘু চর্‌বে।

ছখিয়া। তোমার কি বদ অভ্যাস, না জেনে শুনে, না বুঝে সুঝে একেবারে তেলে বেগুণে জলে উঠ যে। আমি কিন্‌বো কেন? জেলে দিদি দিয়ে গেল।

হোসেন। মুফৎ পেয়েছ, বেশ। তেলের খরচটা কোথা থেকে আস্‌বে? তোমাদের মত বাউণ্ডুলে, উড়নচণ্ডী, হাড়হাবাতে,

বরাখুরে, পাঁচপেয়ে. দৌলৎপরী ঘরনী গিন্নি থাকলেই তার হাড়ে হাড়ে দুব্ব গজাবে। যেমন হাঁড়ি তেমনি থাক্‌বে, আঃ উনুনমুখ হবে না।

দুখিয়া। তুমি অমন কচ্চ কেন? তোমার একপয়সা খরচা দিতে হবে না, আমি চালিয়ে নেব এখন।

হোসেন। যে দিক দিয়ে যাও, আমার ঘাড় দিয়ে তো চালাবে; না, আমায় বরতরফ করে, আর একটা আমার মত বুড়টুড়ো জুটিয়ে নিয়েছ? বুঝছি—বুঝেছি,—তাইতে তোমার হাত এত দরাজ, তাই এত সচ্ছল দেখ্‌ছি।

দুখিয়া। এঁ্যা, মিন্সে কি বলে গো? বলি, বুড়ো হয়ে কি একেবারে লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছ, একটু কি আক্কেল নেই, ছেলেরা যে সব শুনতে পাবে।

হোসেন। তোমার হাত এখন দুদিন সচ্ছল হোলেই, শুধু আমার মুখে কেন, সহর-শুদ্ধ লোকের মুখে শুনবে। পাড়ায় পাড়ায় একটা সোর উঠবে, কড় কড় করে ঢাক বাজ্‌বে আর বাজারে একটা নাম রুক্‌বে, তখন তোমার লজ্জা সরম কোথায় থাক্‌বে, লজ্জা যে লজ্জা পেয়ে ঘোম্‌টা দিয়ে সরে যাবে।

দুখিয়া। থাম, থাম, তোমায় ব্যাগত্তা করি থাম।

হোসেন। থাম্‌ছি! বলি কি, আর আর খরচাগুলো অমনি মুফৎ চালিয়ে নিয়ে এ বেচারা গরীবের খাটুনিটা মাফ কর না; এ বুড়োকে চারটী খেতে দিও, নিজের ঘরের কর্ত্তা নিজে হয়ে বেড়িও।

দুখিয়া। যাও, যাও ন্যাকরা রাখ। চল আমি মাছ কুট্‌বো আর তুমি সেইখানে বসে বসে দেখ্‌বে।

হোসেন। দেখ দুখিয়া, দু-দুবার দু:শো দুশো মোহর পেলেম, বরাতে সইলো না। যা হোক দুবার দশটা করে মোহর পেয়ে এই টুকু সুবিধা হয়েছে, টুমটাম করে কাজ কর্ম্ম বেড়েছে। সেই দুজন দোস্ত মোহর দিয়ে হার মেনে শেষে এক টুকরো শিশে দিয়ে, বলে গেল, এই তে তোমার সৌভাগ্য হবে। এর অর্থ কিছু তো বুঝে উঠ্‌তে পারিনি? তুমি সেই শিশেটুকু খুব যত্ন করে রেখ।

দুখিয়া। কোন্ শিশেটুকু গো? সেই সে দিন যেটা আমার কাছে রাখ্‌তে দিয়েছিলে? ও পড়াকপাল, তা বুঝি জান না, এই জেলে দিদির শিশেতে ভারী দরকার হয়েছিল, কোথাও না পাওয়াতে, আমার কাছে এসে চেয়েছিল, আমি সেইটে দিয়েছি। তাইতে সে এই মাছটা দিয়ে গেল।

হোসেন। এঁ্যা, বল কি! বড় নোলা, খেমো খেমো মাছ খাবেন। অমন নোলায় ছাঁকা দাও। আমার সর্ব্বনাশ করে। মাছ খাওয়ার কি কিছু করেছে, খানায় টেনে ফেলে দোব।

দুখিয়া। কি ভবভবানি দেখাচ্ছ, টেনে ফেলে দাও গে না (ক্রন্দন) তোমার ভারি ক্যাট্‌ক্যাটে কথা হয়েছে, আর সইতে পারি না, আমার মরণ হয় না!

হোসেন। রেখে দে তোর সোহাগের কান্না রেখে দে। আমার মাথায় পোকা নড়েছে আর রক্ষে নেই। চুলের মুটিটা ধরে মুণ্ডুটা উপড়ে নোব। চিলে ওড়ার নি এইবার জড় বেরিয়েছে, তুই আমার সর্ব্বস্ব উড়িয়েছিস্। বার কর আমার মোহর বার কর।

দুখিয়া। আজ নেশা টেশা কিছু করেছ নাকি?

হোসেন। নেশা করেছি রে, তুই ডাকিনী বটে। এদ্দিন তোকে

চিরে পারিনি। এখুনি আঁসবঁটি দিয়ে তোর নাক চুল কেটে দূর করে দোব। সয়তানী—চল—সলেমানের মন্তর মান না? একবার দুবার তিনবার, এবার আর রেত কর্ব্বো না।

[প্রস্থান।

দুখিয়া। শিখে দিয়ে কি ঝকমারি করেছি। খোদা কি বল্লে—আমার স্বামীকে পাগল করে দিলে!

(বঁটী হস্তে হোসেনের প্রবেশ)

হোসেন। সয়তানী, পেত্নি, আগে তোমার মাছ খাওয়ার দফা শেষ করি। টুকরো টুকরো করে নর্দ্দমায় ফেলে দোব, তার পর তুমি।

(মাছ কর্ত্তন করণ ও ভিতর হইতে
এক খণ্ড হীরক দেখা)

এটা কি ঠক্ করে পড়লো, এক টুকরো কাচ না, অন্ধকারে চক্ চক্ কচ্ছে। যদি হীরে হয়, তা হলে একেবারে বড়লোক। দুনিয়ার সেরা বড়লোক। এঁ্যা, হলো কি,—এঁ্যা, হলো কি,—আমি দুখিয়াকে মাথায় করে নাচাবো! হা—হা—দুখিয়া—দুখিয়া—আমার বাইয়ের ধাত কি না, তাই অমন একটু আধটু বেফাস হয়ে যায়, ঘর বস্তে গেলে সইতে হয় লো—সইতে হয়।

দুখিয়া। আর কেন আমার নাক চুল কেটে বার করে দাও—দাও—দাও।

হোসেন। ক্ষেপি, কি ঠাওরাস্, তোর গায়ে কি কখনও হাত উঠ্তে পারে? সেটা আদর করে বলেছি। আমি খাঁদা নাক বড় ভালবাসি। (সুরে) ও আমার খাঁদানাকি—চন্দ্রমুখি—

ছুখিয়া। আজ আমি মর্ব্বো,—এই আমি মাথা কুট্‌লুম—

হোসেন। এই আমিও বল্লুম। আর বাড়াবাড়ি কেন, আর কি ছুটিতে ছোঁড়া ছুঁড়ী আছি। ক্ষেপি, আর রাগ কারস্ নি—চল্‌—চল্।

ছুখিয়া। না—না—না।

হোসেন। আর নাক মল্‌ছি, কাণ মল্‌ছি; আর তোমার মানের গুনগার, অম্বলে কাঁটা পেটে মাছের মুড়া।

[হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হোসেনের বাটী।

বালকগণ।

১ম বালক। মা! আমায় দেবে মাছের মুড়ো তোকে দেবে না।

২য় বালক। আমায়ও দেবে নেজা ভাজা নইলে খাব না।

৩য় বালক। ইস্, তোমরা খাবে নেজা মুড়ো আমরা পাব না।

৪র্থ বালক। সবাই পাব সমান সমান উনো ছুনো হবে না॥

(পঞ্চম বালকের প্রবেশ)

৫ম বালক। দেখ ভাই! বাবা কেমন মাছের ভেতর থেকে জিনিষ পেয়েছে, অন্ধকারে দপ্ দপ্ করে জ্বল্‌ছে।

১ম বালক। তাইতো রে, চায় কার বাপের সাধ্যি।

২য় বালক। ওরে ওরে, আমি আলোয় তেজে ভাল করে চাইতে পাচ্চিনি রে।

৩য় বালক। ওরে এর আলোয় এ কাণা হয়েছে রে। কাণামাছির মাথায়, দে চাটি।

(সকলে প্রহার)

সকলে। চাঁটি দে, চাঁটি দে।

২য় বালক। ওমা দেখ না, এরা আমায় মারছে।

১ম বালক। ওরে আর মারিস্ নি, দাদা যে পাজী, এলেই এখনি দেবে আচ্ছা ঢিপনবাজী।

(বেস্তমার প্রবেশ)

বেস্তামা। হাঁ রে উন পাজুরে বয়াখুরে হতোচ্ছাড়া ছোঁড়াগুলো তোদের জ্বালায় পাড়ার লোকগুলো ঘর দোর ছেড়ে পালাবে না কি? যম যদি এই সব বড় লোকদের না নিয়ে, এ সব ছোঁড়াদের নাও তো পিরথিবী খানিক ঠাণ্ডা হয়। দেশের আকাল ঘোচে আর গরীবগুলোও সংসারের ভাবনা থেকে এড়িয়ে হাড় জুড়োয়। এই তোদের মা কোথায় রে।

১ম বালক। রান্না ঘরে।

বেস্তেমা। আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।

[১ম বালকের প্রস্থান।

ও বেন্, ও বেন, একবার শুনে যা।

(দুখিয়ার প্রবেশ)

দুখিয়া। কেন দিদি ড কছ? কড়ায় মাছ চড়িয়ে এসেছি, নামিয়ে এসে শুন্‌ছি। তুমি একটু দাঁড়াও।

বেস্তেমা। তোমাদের বাড়ী এত গোলমাল কিসের?

দুখিয়া। গোল আর কিসের দিদি! একটা মাছ এসেছে।

বেন্তেমা। ভ্যালা বাবা ভ্যালা! একটা মাছে ডাকাতপড়া গোল তুলে পাড়া উৎব্যস্ত, আর দু দশটা মাছ এলে তো লোককে সহরছাড়া করবি দেখ্‌ছি।

৫ম বালক। না মা আমরা চেঁচামেচি করিনি, সেই মাছের পেটের জিনিসের আলো দেখে, ফর্দ্দি চাইতে পারছিল না, তাই তাকে সবাই কাণামাছি করে খেল্‌ছিলুম।

বেন্তেমা। কৈ সেটা দেখি রে।

৫ম বালক। এই যে। চ সব পাড়া ছেলেদের ডেকে আনি গে চল।

[বালকদের প্রস্থান।

বেন্তেমা। (দেখিয়া) (স্বগত) এঁ্যা এ যে হীরে, কম নয় মস্ত হীরে, এত বড় হীরে কখন দেখিনি। এটা ফাঁকি দিতে হবে।

দুখিয়া। অতক্ষণ ধরে কি দেখ্‌ছ দিদি?

বেন্তেমা। দেখ্‌ছিলাম এটা পাথর কি না?

দুখিয়া। কি দেখ্‌লে?

বেন্তেমা। দেখ্‌লাম সাচ্চাও নয়, ঝুঁটও নয়, একদম পাথরও নয়।

দুখিয়া। তবে অন্ধকারে এত জ্বল্‌ছে কেন দিদি?

বেন্তেমা। কি জিনিস জানিস্? এটা সমুদ্দুরের নুন

দুখিয়া। নুন কি এত শক্ত হয়? এত জলুষ হয়?

বেন্তেমা। আমরা জহরতের কাজ করি দিদি, আমারা বুঝিনি, তোমরা কি করে বুঝ্‌বে বল? দেখ ওটা আর কিছু নয় সমুদ্দুরের নুন খেয়ে খেয়ে মাছটার পাথরী হয়েছিল, এটা তাই, রাত্তিরে একটু একটু জ্বলে; নুন চিক্‌ চিক্‌ করে না, দেখিস্‌নি? এও মাছের পেটে থেকে থেকে এই রকম দাঁড়িয়েছে

ছুখিয়া। অত শত কে জানে দিদি, এই আদার ব্যাপারী আমরা, জাহাজের খবর কে রাখে।

বেস্তেমা। ও দিদি, এতে বড় ভাল ওষুধ হয়। আমাকে যদি দাও তো সেই ওষুধটা করি।

ছুখিয়া। কি ওষুধ দিদি।

বেস্তেমা। ভাতার বশ করা।

ছুখিয়া। বল কি দিদি! ভাতার বশ হবে? যা বল্‌বে তাই শুন্‌বে?

বেস্তেমা। কথা শুনবে কি? বাঁদর নাচন নাচ্‌বে।

ছুখিয়া। ও দিদি! আমার সাহেব বা বিগ্‌ড়েছে, আমাকেও খানিকটা দিও। তবে কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে এসে দিচ্চি।

বেস্তেমা। জিজ্ঞাসা আর কি করবি? বেয়াই নয় কিছু দাম চাইবে, তা আমি দশটা মোহর দিচ্চি, তুমি আমায় দাও।

ছুখিয়া। না দিদি, সাহেব আজকাল এক রকম হয়েছে।

বেস্তেমা। বিশ মোহর দেবো। (স্বগত) একবার দিয়ে ফেল্লে বাঁচি।

ছুখিয়া। না দিদি।

বেস্তেমা। একশো মোহর দেব।

ছুখিয়া। না দিদি! সাহেবকে না বোলে, আমি কিছুই কর্ব্বো না।

বেস্তেমা। আচ্ছা তবে বেয়াইকে ডেকে আন।

[ছুখিয়ার প্রস্থান।

একবার ঠকিয়ে নিতে পাল্লে হয়। এরা হাবা, এদের ঠকিয়ে নিতে পার্‌বো না, পার্‌বো না কেন? অবিশ্যি পার্‌বো, খুব পার্‌বো। এই যে আসছে, দেখি কি হয়।

(ছুখিয়ার পুনঃ প্রবেশ ও হোসেনের প্রবেশ)

হোসেন। বেন্‌ আমার মহা গুণীন লোক, গুণ জ্ঞান ঢের জানেন

দেখ্‌ছি। ওতে আর ওযুধ করতে হয় না, ঐ খানা কাছে থাক্‌লই তাতার বাঁদর কি ভাল্লুক নাচন নাচে। তা বেন অত কমতো হবে না, দশ লাক মোহর চাই।

বেগুমা। এর এত দাম? আমি তাতো জানি নি। আমার সাহেবকে কে ডেকে দিই, তিনি দেখে দর করে নেবেন। (স্বগতঃ) এ দুষমন সয়তান এসে সব দাঁওটা ফস্কে দিলে, ঠকাতে পাল্লুম না গা।

[প্রস্থান।

হোসেন। শালী ন্যাকা যেন কিছু বোঝে না। ফাঁকি দিতে কত ধাপ্পা বাজী কচ্ছেল।

দুখিয়া। বল কি গো, ফাঁকি দিচ্ছিল! আমি তো দিয়ে ফেল্‌তুম, কেবল তোমার চিলর উৎপাতের ভয়ে দিই নি।

হোসেন। তুই দিলেই দিতে দিতুম কি না? পাশ থেকে সব শুনে-ছিলুম। ওরে এটা হীরে; কে জানে আমার বাবার জন্মে কখন হীরে হাতেও করেনি, পরিও নি। বুঝ্‌লেম কিসে? যখন দশ মোহর থেকে একেবারে একশো মোহরে দাঁড়িয়েছে। দেখিস্, ঐ দরেই নেবে। মাঝে একটু চাল খেলে গেল। বোধ করি বন্ধুর কথা ঠিক হোল. সে থেকেই বরাত ফির্‌লো।

জহুরী। (নেপথ্যে) হোসেন মিয়া, হোসেন মিয়া।

হোসেন। ভেতরে এস।

(জহুরীর প্রবেশ)

এস এস বেয়াই এস, কি মনে করে?

জহুরী। ভারী দরকার হে বেয়াই। (স্বগতঃ) দুটো দল্লী দিয়ে কাজ ফতে করি। (প্রকাশ্যে) বলি কি বেয়াই, দরিয়ার সঙ্গে সাহা-

রিয়ার শাদি মোয়াই ঠিক হোল; আমায় একটী বই পাঁচটা নয়, দুখানা বাড়ী শাহাদিয়ার নামে লিখে দেবো, এতে অমত কর না।

হোসেন। (স্বগত) যখন এতোটা কুটুম্বিতা, তখন ওটা খুব দামী হীরে বুঝেছি। অবস্থা ভাল হলে, ছেলে কেন, আমায় চাই কি ভগ্নীপতি করে বসতে। আমিও তোমার ওপর ধাপ্পা-বাজী ঝাড়ি।

জহরী। কিছু জবাব দিচ্চ না যে বেয়াই।

হোসেন। বড় মুস্কিলে ফেল্লে বেয়াই সে, তোমার তো একটী, যার মেয়ের সঙ্গে সাহাদিয়ার সম্বন্ধ হয়েছে, তার একটী বই মেয়ে নয়, তিনি বড় ওমরা, তারি ঘরে সাধি ঠিক হয়েছে।

জহরী। (স্বগত) এই যে হোসেন ঠিক দাতে দাঁড়িয়েছে, বড় লোকের মত বাঁকা বাঁকা কথা, (প্রকাশ্যে) সে বেয়াই আমি ছাড়াবো না, ওদের ছেলে বেলা থেকে ভাব, সে লোকসান তোমায় কত্তে হবে।

হোসেন। সে কি বেয়াই, তাদের কথা দিয়ে ফেলেছি। তোমার কিছু গোছ গড়া কোরে না। তাতে তারা আবার নাছোড়-বান্দা।

জহরী। আমি তোমার দরজা ছাড়্‌ব না বেয়াই। আমার মেয়েকে বউ কত্তে হবেই। কেমন কথা ঠিক হোল তো, বল? না বল্লে আমি কিছুতেই ছাড়্‌বো না।

হোসেন। আচ্ছা বেয়াই আচ্ছা, এর জন্য এত কেন?

জহরী। বল্‌ছিলুম কি বেয়াই, তুমি মাছের পেট থেকে কি পেয়েছ না? তোমার বেনের সেটা বিশেষ দরকার। যা হোক, সেটা আমার দাও না।

হোসেন। সেটা যে সে জিনিষ নয় বেয়াই—হীরে; আমি এক জনকে দেখিয়েছি, সে বলেছে বাদসার কাছে বিক্রী করে দেবে।

জহুরী। হীরে!

হোসেন। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এই দেখ (দেখান)

জহুরী। কলে না কাটলে ঠিক বোঝা যাবে না, হাঁ হীরে বলেই বোধ হচ্চে। কত চাই বেয়াই।

হোসেন। আমি দশ লক্ষ মোহরের কম ছাড়্‌বো না।

জহুরী। কি পাগলের মত বলছ বেয়াই। তোমার কথা থাক— আমার কথা থাক। একলক্ষ মোহর দেব।

হোসেন। এক কড়ি কমে ছাড়্‌বো না। থাক ও বাদশার কাছেই বিক্রী কর্ব্বো।

জহুরী। বেজায় কোট ধরে বস্‌লে যে। যাক আর বাদশাকে দেখাতে হবে না। আমার ঘরাতে যা আছে তাই হবে, ঐ দামই দেবো।

হোসেন। তবে দিয়ে দাও, আমি আজই এর বিহিত কর্ব্বো।

জহুরী। এখনই তোমাকে পাঁচ হাজার মোহর বায়না দিচ্ছি, সকালে সওদা শেষ হবে। এই নাও।

হোসেন। তবে দিন, সকালেই নেবেন, আমি দেরী কত্তে পারবো না।

জহুরী। ঠিক নেবো, তবে চল্লেম (স্বগত) এতে কিছু লাভ না হোক চার লক্ষ মোহর তো গালাগাল। (প্রকাশ্যে) বেয়াই আমার মেয়েকে বৌ কর্ব্বে কথা দিয়েছ। মনে থাকে যেন!

[জহুরীর প্রস্থান।

হোসেন। দুখিয়া! দুখিয়া!

(চুখিয়ার প্রবেশ)

চুখিয়া। কি গো, কি গো ?

হোসেন। একেবারে আমীর !

চুখিয়া। আমীর কি ?

হোসেন। হীরেটার দাম দশলক্ষ মোহর। এই বায়না পেয়েছি।

চুখিয়া। এ্যাঁ, বল কি, দশলক্ষ,—দশলক্ষ !

হোসেন। তুমি আমায় বশ কর্‌বার ওষুধ চাও। আর তোমায় ওষুধ কর্‌তে হবে না, আজ থেকে তোমার আমি ভেড়ো।

চুখিয়া। ওগো শুনে আমার শরীরটা কেমন ঝিম্‌ ঝিম্‌ কচ্চে।

হোসেন। ওগো ওটা ঠাট্টা ঠাট্টা, আমার বরাতে কখন হতে পারে।

চুখিয়া। তবে যে বল্লে।

হোসেন। বল্লুম কি জান ? মনে কর আমার হয়েছে, সে সময় তুমি টাকা চাও না, আমায় বশ কত্তে চাও।

চুখিয়া। টাকা চাইবো কেন ? তোমায় চাই।

হোসেন। সেই হিসেবে তোমায় বশ কর্‌বার ওষুধের দাম বল্লুম।

চুখিয়া। তবে ওষুধটা আমায় দাও, আমি মাতুলী করে রাখ্‌বো।

হোসেন। এই নাও। চুখিয়া ! মানুষ দিলে উড়ে যায়, খোদায় দেয়া কখন উড়ে না, চারধার থেকে দৌলত উড়িয়ে আসে। খোদা দিয়েছেন, খোদা দিয়েছেন, তোর বরাত ফির্‌লো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদ্যান।

দরিয়া ও সহচরীগণ।

গীত।

থাকিস্ আর কেন সই মনের ভ্রমরে।
সত্যি যা কি দেখ্‌লি নি তা, রইলি কেবল স্বপন-ঘোরে॥
ঘুরিস্ সদাই অশ্মশানেতে, আশার আঁচল আছিস্ পেতে,
আকাশ-কুসুম ঝর্‌বে তাতে, মিছে কর্‌লিস্ বাসনা।
সে তো হয়নি, হবার নয়, কভু হবে না,
আবার জাগ্‌বি যখন, দেখ্‌বি তখন, ছিলি ছাই শূন্য ধরে॥

জেমিনা। দরিয়া, সাহারিয়া পড়ে গিয়ে অবধি আর আসে না। যে আমাদের একদণ্ড ছাড়া থাক্‌তো না; সে এতদিন আসে নি, কত হতাদর করেছিস্, তবু আসতো, গোলামের মত তোর মন যোগাতো। দেখ্ তোর সেই তাচ্ছল্যের হাসি, তার

প্রাণে খুব লেগেছে, তা না হলে এত দিন চুপ করে থাকে, না থাকতে পারে? তুই একদিন ডেকে আন, তুই ডাকলে, তার মান অভিমান সব দূর হয়ে যাবে।

দরিয়া। দেখ, যাকে দেখতে পারিনি, তার তফাতে থাকাই ভাল। তুই কি বলিস্, তাতে যে ভালবাসার পদার্থ নেই।

জেমিনা। সে তো চোকের ভালবাসা বাসে না, তার প্রাণের বাসা বাসে,—সে ভালবাসা অপদার্থ?

দরিয়া। নির্ধনের ভালবাসা বিড়ম্বনা। আমার গরীবের কোন কিছু চক্ষে ভাল দেখায় না।

জেমিনা। রূপ গুণ এ সব কিছু নয়।

দরিয়া। যে রূপে মজে, তার রূপ দরকার, যে গুণে মজে, তার গুণ দরকার। আমার ভালবাসা তাতে নয়। আমি চাই পয়সা।

জেমিনা। তুই কেবল পয়সা চাস্?

দরিয়া। হাঁ, এক, পয়সা মানুষকে সব দেয়। রূপ দেয়, গুণ দেয়, যশ দেয়, মান দেয়, কি না দেয়? যা সুখ, সব দেয়। রূপে কি গুণে তা হয় না।

জেমিনা। আচ্ছা দরিয়া, পয়সা কি এত সুন্দর? ঐ যে কাজি মিয়ার ছেলে, কুঠে গন্না ধাঁদা কারবালা, তাকে বে কর্‌তে পারিস্?

দরিয়া। স্বচ্ছন্দে।

জেমিনা। বলিস কি? দরিয়া তুই খুনে, খুনে; পয়সার জন্যে মানুষ খুন কর্‌তে পারিস। কোন্ দিন দেখ্‌ছি আমাদের গলায় ছুরি দিবি। দেখ দরিয়া, আমি যদি মনের মত লোক পাই আর চিরজন্ম গাছতলায় থাকি, সেও ভাল, অমন পয়সার জন্য কুঠেকে বে কত্তে পারিনি।

গীত।

তোর স্ফূর্ত্তিহারা ভালবাসা, গড় করি তোর পায়।
এ সখের কাজে পেশাদারি কোন্‌কালে পোষায়॥
যদি টাকায় ফেরে মনের স্রোত,
প্রেমিক প্রেমিকার সে কম কি গো প্রবোধ ;
তুষ্টি সাধন ঘুচে গিয়ে চোকে এক কথায়—
সহজে পাবে তাকে, চায় যে যাকে,
তোর মুষ্টিযোগের ব্যবস্থায়॥

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। ওলো দরিয়া! সাহারিয়ার সঙ্গে যে তোর সাদি হবে। এই তোর মা'র কাছে শুনে এলুম।

দরিয়া। তার সঙ্গে আমার সাদি, কখন হবে না, কখন হবে না ; আমি গৃহত্যাগ করে দরবেশ হয়ে বেড়াব, তবু তাকে সাদি কর্‌তে পার্ব্বো না।

আমিনা। ওলো এতটা বিরাগ ভাল নয়। এখন আর সে, সে সাহারিয়া নয়, এখন সে ক্রোড়পতি।

দরিয়া। এ্যাঁ বলিস্ কি? ক্রোড়পতি? সাহারিয়া রাতারাতি ক্রোড়পতি, ঠাট্টা—ঠাট্টা—না—আমি বুঝেছি ; যা তুই আর জ্বালাস্ নি ; সাহারিয়া ক্রোরপতি অসম্ভব কথা ; সাহারিয়া ক্রোরপতি! দূর, দূর, সাহারিয়া ক্রোরপতি।

আমিনা। সত্যি কথা, বিশ্বাস কর্‌বি কেন বল্? তোর কাছে কি গরীব বড়লোক হতে পারে। ভাই, তুই সন্দেহ কর্‌ছিস, না? তুই সন্দেহ কর আর যাই কর, তোকে বলি শোন, তারা মাছের পেট থেকে একখানা হীরে পেয়েছিল। সেই-

থামা তোর বাবা আজ সকালে দশ লক্ষ মোহর দিয়ে কিনে এনেছে, আহা কি—কি সুন্দর হীরে, একবার দেখ্‌বি চল্।

দরিয়া। কি বল্লি সাহারিয়া ক্রোরপতি, সাহারিয়া ক্রোরপতি, তবে এখন যে তাকে আমি অতি সুন্দর দেখ্‌ছি রে; তার চেহারা যেন ভেঙ্গে গড়েছে, তার শরীরে রূপ যেন উৎলে উঠ্‌ছে। এখন তার সব হাস্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্চি। তার চোক্ হাস্‌ছে, মুখ হাস্‌ছে, নাক হাস্‌ছে, সব হাস্‌ছে, শুধু হাস্‌ছে, তার সর্ব্বাঙ্গে হাসির লহর খেলে যাচ্চে। সে যেন হাসির রাজ্যে হেসে হেসে বেড়াচ্ছে। সে এখন আমার ভালবাসার ধন, ভালবাসার সামগ্রী, তাকে আমি মন প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌বো।

গীত।

এ ছবি কেন দেখালি আমায়!
দিস্‌নি ভাঙ্গন, বুকের বাঁধন,
বাঁধা আছে আশার আশায়॥
থাকি স্বপনের ঘোরে চাহি না দেখিতে,
হবে জীবনের ভোর কাঁদিতে কাঁদিতে,
ভাবি হেরিতে চকিতে যদি সরে যায়,
সে তড়িত জড়িত চিত্রের লেখা,
ঝলসি নিমিষে মিলাবে রেখা,
ঘোর তিমির আসি দিবে দেখা—
নিরাশা-সাগরে বুঝি বা ডুবায়॥

আমিনা। দরিয়া! আমি যদি মিছে করে বলে থাকি সাহারিয়া ক্রোরপতি!

দরিয়া। এ্যাঁ-বলিস্ কি আমিনা! তুই আমার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলি, তুই আমার কল্পনাসম্ভূত ফল-ফুল-সুশোভিত-বাগিচাকে ধূ-ধূ-ধূ বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে পরিপূর্ণ কর্‌লি, তুই আমার আশার দরিয়া শুকিয়ে দিলি—দিলি দিলি তাতে ক্ষতি নেই। কিন্ত আমি বল্‌ব্ কি, সেই কদর্য্য বেআকিলে সাহারিয়াকে চাই। ছিঃ—ছিঃ ঘেন্নায় মরি মা, ঘেন্নায় মরি! দেখ্ আমিনা, এখন সে যে সাহারিয়া সেই সাহারিয়া। আমি দেখ্‌ছি তার সব কাঁদছে, সে দুঃখের জাহন্নমে পড়ে যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে, কেঁদে কেঁদে তার দম আট্‌কে যাচ্ছে, তার চোক্ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্‌চে।

আমিনা। ওলো দেখছি যে তোর সর্দ্দিগরমীর ধাত। ওরে দরিয়া আমি তোর সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌ছিলেম, সত্যি সত্যি সাহারিয়া ক্রোরপতি।

দরিয়া। আমারমাথা খা। সত্যি বল্ সাহারিয়া ক্রোরপতি তুই ঠাট্টা কর্‌ছিস নি বল।

আমিনা। খোদার কসম, তোর মাথা ছুঁয়ে বলছি ঠাট্টা কচ্চি নি বলি দরিয়া, এখন আবার কি দেখছিস্ লো, তোর সাহারিয়া কাঁদছে না হাস্‌ছে।

দরিয়া। আর অত ঠাট্টা কর্‌তে হবে না লো, ঠাট্টা কত্তে হবে না। হ্যাঁ রে এ্যাঁ এ্যাঁ। সাহারিয়া ক্রোরপতি! সাহারিয়া ক্রোরপতি। সাহারিয়া! সাহারিয়া! তোমায় কত হতাদর করেছি, কত অনাদর করেছি, সে বেদনা এখন অন্তরে অন্তরে বুকে বেদনা পাচ্ছি। আমারও গতি স্রোতের মুখ ফিরে গেল। আমার কল্পনা-ভিত্তির আমূল বদলে গেল।

আমিনা। দরিয়া, তুই অমন হলি যে?

দরিয়া। আমিনা খেল্‌তে বসে কাত্ত বদলে খেলতে হল। যার সঙ্গে সামান্য আনাড়ী বলে খেলি নি, আজ সে-ই খেলায় হারিয়ে দিলে।

আমিনা। তোর হার কোথায়? এ হার জিত জলে গিয়ে সমান সমান হলো। তোর জিত ছিল হেরেছিস্; তার হার ছিল সে জিতেছে।

সকলের গীত।

ভাঙ্‌তে দেব না তাকে এমন বাজীর খেলা।
হেরে হেরে হার শুধ্‌রে উঠে যাবে জিতের বেলা।
সে যে বে-তাসে ইঙ্গিত করেছে কি হাত,
খেয়ে তাড়া ধরাপড়ায় হতে মূলেতে হাবাত,
মাছের হাতে ফুক্‌স মেরে কল্লে তাকে কাত,
তোমার কিয়া জোর বরাত,
প্রেমের মার টেনে রঙটা চিনে নাও না হে জিত খেলা।
জেত হার একটা কর হবে নাকো জলিয়ে ফেলা॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাস্তা।

সাদ ও সাদী।

সাদী। তুমি নসীব নসীব করে দেশছাড়া কল্লে।

সাদ। তোমার মন-রাখা কথা কি করে বলি বল। আমার কথা যদি সইতে না পার, মাসহারা বন্দোবস্ত করে দাও। আমি

মোসাহেব হয়ে-জল উঁচুতো উঁচু নীচুতো নীচু, কি হাত সায় দিয়ে যাব। সখের মোসাহেবগিরী, আমার দ্বারা চলে না দাদা। এমন বন্ধুত্বে ছাড়ান দাও।

সাদী। আমি যে এত সুখভোগ কচ্চি এ কি নসীবে করেছে? সে মানি নি, আমার বুদ্ধি আর পয়সায় করেছে।

সাদ। মান আর নাই মান, তাকে নসীবের বয়ে গেল। কিন্তু আমি তোমায় বলি, তুমি ঠাওরাও তোমার মত এ সহরে বুদ্ধিমান্ নেই। তোমায় গুলে মেরে দিতে পারে, এমন লোক কত আছে। তবে তারা কেন হাল বাগাতে পারে না।

সাদী। তারা তেমন পরিশ্রম করে না।

সাদী। তারা মুখে রক্ত তুলে খেটে খেটে প্রাণ পাত কচ্চে, তারা খাটে না। আর আমরা মুখে হুকুম চালিয়ে ভারী খাটছি। বাবা নসীব যখন প্রসন্ন হন, তিনি তখন বাধা বিঘ্ন সাফ-সুতরো করে রাস্তাটী বেশ সুগম করে দেন; অর্থ, যশ, মান হুড় হুড়িয়ে সুড় সুড়িয়ে আসে। তখন নিজের খাটুনির বুদ্ধির বড়াই করে বাতেলা ঝাড়তে বেশ শোভাও পায়। আর দশজনে সেই বাতেলাটীতে বেশ অলঙ্কার দিয়ে একশো জনের কাছে বলে। আর সকলে মিলে ধন্যি ধন্যি করে।

সাদী। নসীব নসীব কচ্চো যে, আমি আগুনে ঝাঁপ দেবো, কৈ নসীব বাঁচাক দিকিনি, কেমন তার সাধ্যি; যদি পারে, তবে জানবো নসীব।

সাদ। নসীব কি তোমার খানাবাড়ীর চাকর নফোর, যে তুমি মনে কল্লেই সে খপ করে হাজির হয়ে, তোমায় রক্ষা কর্ব্বে, আর সে পাঠশালের পড়ো নয় যে, জলপানির লোভে তোমার কাছে পরীক্ষা দেবে।

সাদী। বুঝবে, এখন পথে এস। শোন, একখানা জাহাজে যাত্রী চলেছে, হঠাৎ ঝড়ে জাহাজখানি ক্ষতি হলো, খুব বেশী যাত্রী মলো, জনকতক সামান্য যাত্রী বাঁচ্‌লো। তার মধ্যে দুজন বন্ধু ছিল, দুজনেই এক অবস্থায় একভাবে জলে পড়্‌লো দুজনেই সাঁতার জানে না, খুব ঢেউ, খুব ঝড়, একটি ডুব্‌লো, একটা ভেসে এসে তীরে উঠ্‌লো। দুনিয়ায় প্রাণের বাড়া আর কি আছে, বঁচ্‌লেত কে না চায়, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে দুজনেরই সমান চেষ্টা, তুমি কি বল্‌তে চাও, সমুদ্র ঘুস খেয়ে এক কে বাঁচালে আর একজনকে ডুবিয়ে দিলে, তুমি কি ঠাওরাও সমুদ্র এর কাছে কিছু না পেয়ে এর অপঘাত মৃত্যুটা ঘটালে, কি বল? দেখ দাদা! এ নসীবের শু কু-দৃষ্টিতে কেমন একটু উল্‌টে যায়। শুন্‌লেতো এখানে এ নসীবতো কেমন একজনকে রক্ষা কল্লে।

সাদী। ভাই, তর্কের শেষ নাই, ও মিছে করা ; যখন হোসেন মিয়ার ওপর দিয়ে পরীক্ষা হচ্চে, তার ফল দেখেই বোঝা যাবে।

সাদ। বাঃ ভাই বেশ বুদ্ধিমানের মতন কথা বলছো হে। তুমি দুবার দুশো করে মোহর দিয়ে কিছু কত্তে পাল্লে না। শেষে গিয়ে আমি একটা সীসের টুক্‌রো দিয়েছি, তার কি ফল একবার বুঝ্‌বে চল। সে যদি বড়মানুষ হয়, তবে সে তার নসীবে, সীসেটুকু মাত্র উপলক্ষ, অজ্ঞানের শিক্ষা। চল, হোসেনের সন্ধান নেওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নূর মহম্মদের উদ্যান।

সাহারিয়া, দরিয়া ও সখীগণ।

দরিয়া ও সখীগণের গীত।

এ কাজে তোমার ওপর এক কাঠি।
দেখালেম একটী খেলে বেশী চালে খেয়ে যাবে দাঁত-কপাটী॥
দেখে উড়ো পাখী আকাশ-পানে,
ডানার পালক দোব গুণে,
বলে দোব ভাব্‌ছো কি মনে,
দিনের বেলা তারা ফোটাই তাজা যুড়ি যেমন যেটী॥
হয় নয় সব কত্তে পারি গুণে রূপার কাটী সোনার কাটী॥

আমিনা। হুজুরের অভিমান কত, কিছুতেই আস্‌বেন না, দরিয়ার অসুখ, একবার শেষ দেখা দেখে যাও বলতে তবে এলেন। ভিরকুটী কত। জান, আজ ফের ফুল তুলতে পাঠিয়ে মৌমাছির কামড় খাওয়াব।

সাহারিয়া। তোমাদের গুণের ঘাট নেই, তোমরা সব পার। দেখ আমিনা, শরীরের কামড় ওষুধে সেরেছে, প্রাণের কামড় যে আজও সারে নি।

আমিনা। দেত জে,মিনা কাণ ছুটো মলে।

সাহারিয়া। বুঝে মোল, যে হিসেবে মোলবে সে হিসেব আমার আছে। তখন যেন দুষ না।

আমিনা। সে বের রাত্রে বুঝবো। ওগো, তোর বড় কুটুম্বকে আদর যত্ন কর।

(খাবার প্রদান)

সাহারিয়া। খুব ঠাট্টার ঘটা দেখ্‌ছি যে। আমায় সং পেয়েছ নাকি?

জেমিনা। পেয়েছি ই তো, এখন খাবে কি না? অনেক দিনের পর এয়েছ, কিছুতেই ছাড়বো না, খেতেই হবে। (হাত ধরিয়া টানন) মাথা খাবে কিছু খাও।

সাহারিয়া। আচ্ছা ছাড়, আমি খাচ্ছি। (অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করণ) এই দেখ, তোমাদের খাতিরে খেলুম।

আমিনা। একি রকম খাওয়া হলো?

সাহারিয়া। এ এই রকমই হলো।

জেমিনা। অনেক বড়মানুষী দেখেছি, তারা তবু কোণ ভেঙ্গে খায়, এর আবার আংটীকে খাওনা হোল এ নূতন চাল দেখ্‌ছি।

সাহারিয়া। নতুন বড়লোক পুরনোর উপর টেক্কা দেওয়া চাই তো?

আমিনা। আমাদের খাতির রাখ্‌বে না?

সাহারিয়া। কি করে রাখ্‌বো, তোমরাও তো রাখ্‌লে না।

আমিনা। কিসে?

সাহারিয়া। তোমরাও যদি তেমনি খেয়ে মুখ পোঁচে দাও, আমিও খাব, তোমরাও চাল ছাড়্‌ছ, আমিও ছাড়বো না কেন?

জেমিনা। যে দেবার সে দেবে, আমরা কেন দেব? ওগো, সে সাহারিয়া আর নেই, দুনিয় তোড়ে দাঁড়ায় কে?

সাহারিয়া। আমি তেমনি আছি তোমরা তেমন নেই। তেমনি আমায় হুকুম কর; আমিও তেমনি তাঁবেদারী করবো।

আমিনা। দরিয়া এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে যে, যেন অচেনা। ওগো কথা শোন, তুই না বল্লে তোর সাহারিয়ার অভিমান যাবে না। তুই আয় (দরিয়াকে টানন)

দরিয়া। (স্বগত) সাহারিয়ার অভিমানের যথেষ্ট কারণ আছে, আমি কি কর্ব্বো, কি করে তার অভিমান ভাঙ্‌বো, কি করে তার অভিমান দূর কর্ব্বো। (প্রকাশ্যে) সাহারিয়া! আমি তোমার হাতে ধচ্চি, খাও।

সাহারিয়া। দরিয়া! অমন কর না। তুমি আমার হাত ধর্ব্বে, তাতে আমি ব্যথা পাই। দরিয়া তোমার তৃপ্তির পদে. আমার জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ্য আশা কামনা সম্পদ উৎসর্গ করেছি। তোমার মনে আমি কষ্ট দেব? কখনই নয়, আমার প্রাণ থাকতে নয়, জেন।

দরিয়া। যদি তুমি আমায় ভালবাস, তবে খাচ্চ না কেন?

সাহারিয়া। দরিয়া "যদি ভালবাস"? দরিয়া, তোমায় ভালবাসি, কথার বাসা বাসি না, কথায় সে ভালবাসা দেখা যায় না। যদি তোমার অন্তর দেখ্‌বার শক্তি থাকে, দেখ, তোমায় ভালবাসি কি না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেখ, ভালবাসি কি না দেখ, হৃদয়ের স্তরে স্তরে দরিয়ার মূর্ত্তি আঁকা আছে কি না দেখ; আমার প্রতি ধমনীতে প্রতি রক্তবিন্দুতে আমার ভালবাসার প্রমাণ পাবে।

দরিয়া। মুখের কথা বল্‌ছি, কিছু মনে কর না, অপরাধ নিও না, তুমি খাও।

সাহারিয়া। খাব? এ আদর-যত্ন আহারের আয়োজন কার সেবার জন্য করেছ দরিয়া? আমার জন্য? যদি আমার জন্য—তবে আমার কোন আমার জন্য? যে আমি দীনহীন

মলিন বেশে দরিয়ার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াতাম, যে আমি আপনার উন্নতি প্রীতি জলাঞ্জলি দিয়ে দীন নেত্রে দরিয়ার পানে চেয়ে থাক্‌তেম, যে আমি আপনার অফুরন্ত ভালবাসা দরিয়ার পায়ে ঢেলে দিয়ে তার মন পেলেম না, সেই আমি? কি যে আমি অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে রাজ-ঐশ্বর্য্য-সম্পদ লাভ করে সম্মানের উচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে আছি; সম্রাট-নিন্দিত পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে তোমার নিকট এসেছি, সেই আমির জন্য করেছ? যদি তা করে থাক, তবে যার জন্য করেছ, সেই তোমার সেবা গ্রহণ কর্ব্বে।

দরিয়া। সাহারিয়া, অভিমান ত্যাগ কর, আমি না বুঝে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। আমি না বুঝে সম্মুখে সুশীতল বারি ত্যাগ করে বাসনার মরুভূমিতে পড়ে আশামরীচিকার পেছনে পেছনে ছুটেছিলেম, আমি না বুঝে চাঁদে না মজে বিজলীর চমকে মজেছিলেম। আমি মুক্তা ফেলে ঝিণুকে আদর করেছিলেম। আমি জ্ঞানহীনা অবলা, আমায় মার্জ্জনা কর।

সাহারিয়া। দরিয়া! তোমায় আমি মার্জ্জনা করবো? তুমি আমায় মার্জ্জনা কর। তুমি বেশ করে বুঝে দেখ, সে আমি তো আমি নই; এ আমি থেকে সে আমিটুকু গেলে যে আমিটুকু থাকে, সেই সেবার অধিকারী, এই সে, তাকে দাও, এ সেবা গ্রহণ করুক। আর এই দেখ, সেই যে আমি তোমার ঘৃণার পাত্র—অবহেলার সামগ্রী, তাকে তোমার অনাদর, হতাদর, অপমান দাও, আদর করে বুক পেতে গ্রহণ করবে।

দরিয়া। ধনগর্ব্বিতা দরিয়া তো আমি নই। আমার সে তমঃ অন্ধকার দূর হয়েছে, তোমার অকপট ভালবাসার স্নিগ্ধ

আলোকে আমার এক একটা ভুল-ভ্রান্তি খুঁজে পেয়েছি। এখন আর আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, তোমায় চাই। এই তোমার পদে প্রাণ বিকিয়েছি, পায় স্থান দাও। এই পা দুখানি হৃদয়ে রেখে পূজা কর্ব্বো, তুমি আমায় পূজা কর্‌তে দাও। সাহারিয়া! সাহারিয়া! আমায় পায়ে ঠেল না।

সাহারিয়া। দরিয়া তুমি আমার সাধনার ধন। এত সাধনার পর আজ তোমায় পেয়েছি। হৃদয়-আসনে স্থাপিত করে তোমায় পূজা কর্‌বো। হৃদয়ের ধন এস, হৃদয়ে এস।

দরিয়া। আজ ভালবাসার বদ্ধ-মুখ মুক্ত হয়েছে, শত সহস্র উৎস-ধারে আমার সব অভিমান-কালী ধুয়ে গেছে।

দরিয়ার গীত।

বল বল ভুলে গেছ ক্ষমেছ আমায়।
কত শত দোষে দাসী দোষী তব পায়॥
দিয়েছি বেদনা যত, সহি হে যাতনা তত,
মরম গরলে ভরা অনুশোচনায়।
চরণে শরণ নিছি রাখ অবলায়॥

সখীগণের গীত।

তোমার যে বেজায় অভিমান।
নারীকে ধরিয়ে পায়ে হলো অবসান॥
সময় চেয়ে সয়ে সয়ে, নিলে দাঁত সময় পেয়ে,
বুঝে সুঝে কাজ কর তাই দিলুম আগে কয়ে—
(তখন) কথায় কথায় দোষী করে থেঁতলাবে যে মান।
এখন দুমুখো টান এক মুখেতে বয়ে যাক উজান॥

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

বেস্তেমা ও দুখিয়া।

বেস্তেমা। তোমার এ রূপ কোথায় ছিল বোন, আহা হা, কি খানি-য়েছে. যেন আশ্‌মানের চাঁদ, তোর রূপ দেখ্‌লে হুরীদেরও লজ্জা হয়।

দুখিয়া। এ রূপ এমনেই ছিল, তবে পোড়া লোকে দেমাকের পোড়া চোকে দেখ্‌তে পেত না।

বেস্তেমা। কেন কেন, আমি তো দেখ্‌তেম।

দুখিয়া। তুমি তো দেখবেই বেন্। তা তুমি তো দেখবেই বেন্।

বেস্তেমা। তাই তো, তাই তো। বেন্ আমাদের কি আনন্দের দিন, কি আনন্দের, দরিয়া সাহারিয়ায় সাদি হবে, এমন সুখের দিন আর হবে না, এমন সুখের দিন আর হবে না।

দুখিয়া। তা তো বটেই বেন্, এমন সুখ কি আর হবে? এ জীবনে কি হবে? হাঁ বেন্, তোমার মা মক্কা থেকে এসেছেন। আমার বউয়ের ঠানদিদির মত সাধের নাতজামাই কে আদর কর্ব্বে?

বেস্তেমা। তা বটে ত, তা বটে ত, তবে কি না বেন্, তবে কি না বেন্, আমার মাতো নেই বেন্।

দুখিয়া। তুমি তো বলেছিলে বেন্ তোমার মা মক্কা থেকে এলেই দরিয়ার সাদি দেবে।

বেস্তেমা । হঁ্যা, বলেছিলেম তো (স্বগত) তখনকার দমবাজীটী কাটাই কি করে ? একটা মতলব ঠাওরাই ।

সুখিয়া । বেন্, অমন করে রইলে যে ?

বেস্তেমা । (ক্রন্দন) আহা বেন্, আর কি বল্‌বো ? আমার মা মক্কায় মারা গেছে, এ সখের সাদী তাঁর দেখা হলো না, ওগো মাগো, তোর নাতজামাইকে কে আদর করবে গো ?

সুখিয়া । আহা বেন, চুপ্ কর, চুপ্ কর, এ সুখের দিনে আর কেঁদ না, বুড়ী খুব ভাগ্‌গিমানী, যে তোমাদের রেখে মরেছে, যা হবার তা হয়েছে, ছি বেন্, এমন দিনে চোকের জল ফেলে ?

বেস্তেমা । (স্বগত) মিছে কান্নার হাত থেকে এড়ালেম । (প্রকাশ্যে) এমন দিনে চোখের জল ফেলতে নেই বটে বেন্ বটে । আমি কাঁন্না বন্ধ কল্লেম । আমি সারি-দরির অকল্যাণ কর্ব্বো ! কিছুতেই কাঁদবো না, মেরে ফেল্লেও কাঁদ্‌ব না । কেবল হাস্‌বো, কেবল হাসবো (হাস্য) হঁ্যা বেন, কর্ত্তার মেজাজ এখন কেমন ?

সুখিয়া । দিব্যি বেন্, দিব্যি—যেন জল । এখন সে মানুষ নয় যেন, মাটীর মানুষ । আমি চলে গেলে তার ব্যথা লাগে ।

বেস্তেমা । (হাসিয়া) এই সুখেই তো আমাদের বাঁচা বেন্ । নইলে আমাদের মত কেউ পরাধীন আছে । তার উপর কসুনি বকুনি হলে, বাঁচা দায় ।

সুখিয়া । তাতো বটেই বেন, তাতো বটেই । তুমি মাছের পেটের পাথরখানা নিয়ে ডাক্তার বশের ওষুধ কত্তে চেয়েছিলে, আর দরকার হলো না, তাতেই হয়েছে ।

বেস্তেমা । দেখ্‌লে বেন দেখ্‌লে, আমার কথা কি মিছে ? ওষুধ

বলেই তো চেয়েছিলেম, তা তো কত্তে দিলে না। সে কল্লে তোমার কর্ত্তা একেবারে ভেড়ো বনে যেতেন।

দুখিয়া। তা বটে তো বেন্ তা বটে, তুমি আমার যখন শুনিন বেন্ রয়েছ, তখন তো তিনি আমার মুটোর ভেতর।

বেস্তমা। বেন্, এখন তবে আসি, আজ তোমাকে যেতেই হবে, নেমন্তনে সব আস্‌বে, তুমি গিয়ে সকলকে খাতির-যত্ন কর্ব্বে।

দুখিয়া। তা বটেই তো বেন্ তা বটে, তবে কি না, আমার তো নেমন্তনে আস্‌বে। তোমায় এসে এদের খাতির-যত্ন কত্তে হবে।

বেস্তেমা। বেন্, সে বড় মন্দ নয়। আমার বাড়ী তুমি যেও; তোমার বাড়ী আমি আস্‌ব। বেন্ মাত্র বেড়িয়ে আস্‌বে, আমিও আর একবার এসে বেড়িয়ে যাব। আর ত আমরা পাশাপাশী নেই, যে ফুক্ ফুক্ করে আসব কম্মাব। আহা বেন্, আমরা বড়ি খাওয়া ভুলে গেছি।

দুখিয়া। কেন বেন্, কেন?

বেস্তেমা। আর কি তুমি আছ যে বৌয়ের জন্যে বড়ি দিয়ে আস্‌বে।

দুখিয়া। খোদা এদের বেঁচে পত্তে রাখুন—সে দুঃখ তোমায় কত্তে হবে না। এস বেন্ এস।

[বেস্তেমার প্রস্থান।

দুখিয়া। তোমায় ধন্যি ভাই, এত করে কাবা আবা এঁটে উঁটে বেড়াতেও পার। আমি যেন পচে যাবার যোগাড় হয়েছি। এ সব কি আমার পোষায়? একখানা কাপড় পরলেম, চুকে গেল, বেশ ঝাড়া হাত পা, ধুলো কাদা মান্‌লাম না। যেখানে খুসি চেপটানি খেয়ে বসা গেল, বাস্ গোল মিটলো। এই কাপড় সামলাতে, ওড়না পড়ে ওড়না সামলাতে, গহনা

পরে গহনা সামলাতে মাথা ঠোকে। ধুলো ঝাড়তে হাতে আঁচড় লাগে। কাঁটা পর্‌তে মাথায় খোঁচা, সুরমা পর্‌তে চোখে গোঁজ। এ যে মহা অশান্তি হয়ে দাঁড়াল ভাই। না ভাই, সেই রকম আগেকার বেশে থাক্‌বো, তোমার ভয়ে পারিনি, তুমি রাগ কর না।

হোসেন। ওরে পাগ্‌লী! এ যে হলো, তোমার থাকতে গরু না বয় হাল, তার দুঃখ চিরকাল। এত দাস-দাসী, অভাব তো বিন্দুমাত্র নেই, দুটোর জায়গায় না হয় ছয়টা তোমার সঙ্গে সঙ্গে হরদম ফিরুক্ না কেন? এ তোমার ইচ্ছা করে কষ্ট সওয়া হচ্চে বই তো নয়।

দুখিয়া। তোমার বাসনাটা কি খুলে বল তো? আমায় আর চলে বলে বেড়াতে দেবে না বুঝি, যা করে তুলেছ, এতে যে বাত ধরবার যো হয়েছে। দেখ শেষ ধরে ওঠাতে বসাতে পাশ ফেরাতে হবে।

হোসেন। তাও কি কখন হয়? তবে কি আমীর ওমরাণীরা সব পঙ্গু?

দুখিয়া। হ্যাঁ গা, একে পঙ্গু বল্‌বো না তো কি বল্‌বো বল। যাদের এক গেলাস জল গড়িয়ে খাবার ক্ষমতা থাকে না, যাদের একটা লোক না হলে এক সকাল চলে না, তারা পঙ্গু নয় তো কি? মা গো ছ্যা ছ্যা, এই তোমার বড়মানুষী? এ যে আর জন্মের পাপের ভোগ, গতর থাক্‌তে পরের মুখ চেয়ে থাকা।

হোসেন। তা ভাই তুমি যাতে খুসী হও, তা কর না কেন?

দুখিয়া। তা কত্তে পাই কৈ? গরীব ছিলেম, বেশ ছিলেম। হলো গম ভাঙলেম, দাল ভাঙলেম, চেনা ঝাড়্‌লেম, কুটনো

কুটলেম, বাটনা বাটলেম, রাঁধলেম, বাড়লেম, খেলুম; পেটে খুটে যেমনি শোয়া অমনি ঘুম। গরমী মশা কিছুই টের পেতুম না। এখন কিছু কত্তে গেলে, চারদিক্ থেকে লোকজন সব হাঁ হাঁ করে এসে হাতের কাজ কেড়ে নেয়। মশার ডাক শুনলে চমক খেয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখন সো থাকা গদি গায়ে ফোটে। ছ্যা ছ্যা, তোমার বড়মানুষী! এ আর জন্মের পাপ।

হোসেন। তুমি কি খোদার কাছে কখন বড়মানুষী চাও নি?

ছুখিয়া। কেন চাইবো না? রাত দিন চেয়েছি। এ দিল্লীর লাড্ডু খেয়ে পস্তানর চেয়ে না খেয়ে পস্তান ভাল ছিল।

হোসেন। তবে তুমি কি রকম চাও?

ছুখিয়া। আমি চাই, সেই নিঝুম কুড়েটী, আর সেই রকম সব। বাড়ার ভাগ, অভাবের সময় অভাব দূর হবে। সেই হলেই আমার সুখ। এখনকার সুখ এ লোকের চোখের সুখ, কাজের সুখ নয়।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। হুজুর! সাদ, সাদী বলকে কোনো আদমী আপকে সাথ মুলাকাৎ করনে মাঙ্তা।

হোসেন। (ছুখিয়ার প্রতি) আমার সেই বন্ধু দুটী এসেছেন। (বান্দার প্রতি) খুব খাতির-যত্ন করেছিস তো? ছুখিয়া, তুমি অন্তঃপুরে যাও, আমি তাদের অভ্যর্থনা করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বাগান।

হোসেন, সাদ, সাদী ও পরিচারিকাগণ।

পরিচারিকাগণের গীত।

দোলে জাঙ্গি ওড়না ওড়ে রুমু ঝুমু পায়েলা।
সাধের এ সওগাতে সই ছুট্‌বে মনের ময়লা॥
সওগাৎ রকমারি, রকমারী আমরা নারী,
চলে চলে গুমোরভরে এ সওগাতের গুমোর ভারি,
সোহাগে সওগাৎ ছানা সোহাগে এ পেয়ালা॥

হোসেন। আজ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনাদের পায়ের ধূলো পড়্‌লো। আমার উন্নতি ও সৌভাগ্যের মূল আপনারা, আপনাদের দয়ায় আজ আমি বোগদাদের প্রধান ব্যবসাদার হয়েছি। আজ এ দাসের কুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করুন, আপনাদের চরণসেবা করে কৃতার্থ হই। আমি আপনাদের মোকাম না জানায় এ সংবাদ দিতে পারি নি, সে জন্য আমায় ক্ষমা করুন।

সাদী। বেশ বেশ হোসেন মিয়া! তোমার এমন হাল দেখে আমরা বড় খুসী হলেম। কিন্তু মিয়া, আমার সেই দু দফা মোহর ওড়ার অমন আজগুবী গল্প কেন বানালে বল দেখি। টাকার দরকার ছিল বোল্‌লে না কেন? অমন দমবাজী করা কি ভাল হয়েছিল?

হোসেন। খোদার দোহাই, আপনার কিরে, আপনাদের কিছু মিথ্যে বলিনি। এ যা দেখ্‌ছেন, কেবল উনি যে শেষ সীসে টুক্‌রো দিয়ে গেছলেন, তার জন্যে।

সাদ। দোস্ত! এই শোন সেই সীসে।

সাদী। আমার চার চারশো মোহর কিছু নয়? যা করেছে তোমার সীসে। এ কচি ছেলে বিশ্বাস করে না তো আমি কর্কো। মিয়া সাব সেবার চিলে টাকা ওড়ন, এবার পক্ষীতে টাকা দেওন; বেশ একটা গল্প সাজিয়েছ তো। ওগো, ভয় নেই কেউ বখরা নেবে না।

হোসেন। মশাই বিশ্বাস করুন, ঐ সীসের বদলী এক জেলে একটা মাছ দেয়, সেই মাছের ভেতর একখানি হীরে পাই। সেই-খানি বিক্রী করে বহু অর্থ পেয়ে আজ এই বোগদাদ সহরের একজন প্রধান ধনী হয়ে দাঁড়িয়েছি।

সাদী। ওহে মিয়া সাহেব! তুমি কি একখানি আজগুবী কেস্‌সার কেতাব বেঁধেছ যে, ফি হাত এক একটা নূতন গল্প শোনাচ্চ।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। (পাখার বাসা দেখাইয়া) হুজুর! দেখুন, পাখীর বাসায় একটা পাগড়ী রয়েছে। আপনাকে দেখাতে এনেছি, কি আজ্ঞা করুন।

হোসেন। এ যে আমার সেই পাগ্‌ড়ী। আপনারা বুঝুন, চিল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল কি না। আমার বল্‌বার কিছু নেই।

সাদী। বাহবা মিয়া সাহেব, গল্পটা বেশ সাজিয়েছ? আচ্ছা, যদি তোমার পাগড়ী, তবে সে মোহর গেল কোথায়?

হোসেন। পাগ্‌ড়ী খোল, দেখ, কিছু আছে কি না? (পরীক্ষা করণ) এই দেখুন, আমার কথা সত্য কি না?

সাদী। মগুর—পাগ্‌ড়ীটা কাল হয়ে গেছে, (বান্দার প্রস্থান) চিলের বাসাই বটে, এ দেখে বিশ্বাস হোল, তবে একটু ধোঁকা রইলো, সেই শেষ কিস্তির মোহর।

(জনৈক বান্দার ভূষির হাঁড়া লইয়া প্রবেশ)

বান্দা। হুজুর! ঘোড়ার ভূষি আন্‌তে বাজার থেকে এই হাঁড়া শুদ্ধ কিনে আনি। ঢাল্‌তে গিয়ে দেখি, একটা পাগড়ী। পাগড়ীটে খুব ভারি।

হোসেন। ওরে, এ যে আমার সেই হাঁড়াটা। আবার দেখুন, কথা মিথ্যে কি সত্য।

সাদী। পাগ্‌ড়ীটা খোল, কি আছে দেখ।

বান্দা। (খুলিয়া) হুজুর;একশোনব্বুই খান মোহর।

সাদী। হাঁ দোস্ত! যার অদ্ভুত, তার আগা গোড়া অদ্ভুত, একটা পয়সা হাত ছাড়া হলে আর আসে না, এ অনেক খান মোহর ফিরে এলো, এ অতি তাজ্জব, আমি তো অবাক্ হয়েছি।

দোস্ত। তুমি অবাক্, আমার যেমন বাক্ তেমনি বাক্ আছে। আমি ঢের ওমন দেখছি, ঢের শুনেছি, একটা তবে শোন। দুই বড়লোকে ভারী বন্ধুত্ব। একজনকার সময় খারাপ হলো, সে ভাব্‌লে কোথায় যাব? বন্ধুর কাছে যাই, দুঃসময়ে বন্ধুত্ব বোঝা যাবে। বন্ধু বন্ধুকে পেয়ে ভারী খাতির-যত্ন করলে। তাঁকে সাহায্যের জন্ত এক ছড়া মতির-হার তাঁর সামানে রেখে, আর কিছু দেবার জন্ত বাড়ীর ভেতর গেল, কমবক্তের বরাত বোঝ। দেয়ালের চিত্রিত ময়ূর এসে সেই হার-ছড়া গিলে ফেল্লে, ফেলেই যেমন দেয়ালে ছিল, তেমনি হলো। বন্ধুটী অবাক্, ভাব্‌লে

সময় মন্দ, একথা বল্লে কেউ বিশ্বাস কর্ব্বে না। লজ্জায় সেখান থেকে সরে পড়্‌লো।

সাদী। তার বন্ধু কি কল্লে ?

সাদ। আর কি কর্ব্বে, একটা আংটী এনে দেখে বন্ধু সরেছে, বল্লে, বন্ধুকে দেবার জন্যে এ সব এনেছিলেম, দুঃসময়ে লোকের মেজাজ ছোট করে, হারটার লোভ না সামলাতে পেরে নিয়ে সরেছে।

সাদী। লোকটার কি দুর্নামই রট্‌লো দেখ।

হোসেন। আমারও তাই। তারপর কি হোলো ? বলুন মশায়।

সাদ। তার পর কিছুদিন বাদ সেই বন্ধুটীর আবার বরাত ফির্‌লো, সে সেই সময়ে ফের বন্ধুর সঙ্গে দেখা কত্তে এলো। দু বন্ধু কথা কচ্চে, আবার সেই ছায়াচিত্রিত ময়ূর তেমনি হয়ে হার-ছড়াটী উগরে দিয়ে যেমনটী ছিল, তেমনটী হলো। বন্ধু দেখে অবাক্, তখন সেই বন্ধুটী তার পালাবার কারণ বর্ল্লেন, তিনি লজ্জিত হয়ে মাফ চাইলেন। বল্লেন, উঃ, মনুষ্যের দুঃসময় কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। অসম্ভবও সম্ভব হয়।

সাদ। সত্য, কিন্তু লোকটার কি বরাতের জোর, কি বরাতের জোর।

সাদ। তুমি বরাত মান না দাদা। চিঁড়ের ২২ বাইশ ফেরের মত বরাতের বিষম ফের, বুঝ্‌লে ?

সাদী। দোস্ত ! আমার হার মেনে নিলুম, তোমারই জিত, আমার ধাঁদা আজ ঘুচ্‌লো। মানুষে কারুর কিছু কর্‌তে পারে না, যে যা করে, যে যা ফল পায়, বরাতই তার মূল, বরাত ছাড়া কিছু পথ নেই, নসীবই সব, নসীব ছাড়া এ জগতে মানুষের আর কিছু নেই—**আছে কেবল নসীব !!!**

[সকলের প্রস্থান।

ক্রোড়াঙ্ক।

বিবাহ-বাসর।

দরিয়া, সাহারিয়া উপবিষ্ট।

সহচরীগণের গীত।

নসীবের আজব খেলা সে খেলা তো নসীব জানে।
নসীবের সোহাগ জোরে আসক মাসুক টেনে আনে॥
বাগিচায় গোলাপ ফোটে, বুল্‌বুল এসে জোটে,
শুনে সাধের গুন্‌গুনুনি গুনের বুকে মধু ওঠে,
সোহাগ হাসি চাঁদ-বদনে, চাঁদ মিশেছে চাঁদের সনে
সোহাগে চাঁদ চায় চাঁদের পানে,
জয় জয় নসীবের জয় দুনিয়ায় কে না নসীব মানে॥

সম্পূর্ণ।